ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 01 March 2022 ■ আগরতলা ১ মার্চ, ২০২২ ইং ■ ১৬ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জুন মাসে ভারতে আছড়ে পড়তে পারে করোনার চতুর্থ ঢেউ দাবি গবেষকদের

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। করোনার চতুর্থ ঢেউ আসতে পারে জুন মাসে ! এমনই আশঙ্কা করছেন কানপুর আইআইটি-র একদল গবেষক। কানপুর আইআইটি-র অঙ্ক বিভাগের সবরা প্রসাদ রাজেশভাই, শুভ্রা শংকর ধর, সালাভ নামের তিন জন একটি প্রি-প্রিন্ট জার্নালে এ কথা জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এবার নতুন ভ্যারিয়েন্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আর সেই প্রভাব অন্তত চার মাস থাকতে পারে।

জার্নালটি এখনও প্রি-রিভিউ স্তরে রয়েছে। সেই জার্নালে জানানো হয়েছে, জুন মাসের ২২ তারিখ থেকে করোনার চতুর্থ ঢেউয়ের প্রভাব সাধারণ মানুষ টের পেতে পারেন। আর তা অক্টোবরের ২৪ তারিখ পর্যন্ত চলতে পারে। এই সময়কালে করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট দেখা যেতে পারে মানুষের শরীরে। তবে তা কতটা মারাত্মক হবে সেটা নির্ভর করবেন করোনা ভ্যাকসিনের কার্যকারিতার উপরে। জার্নালে গবেষকরা জানাচ্ছেন, জিম্বাওয়ে থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁরা এই অনুমান করছেন।

উল্লেখ্য, করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের রেশ এখন অনেকটাই কম। সপ্তাহের প্রথম দিনই দেশের দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজারের নিচে নেমে গিয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ভাইরাসেসংক্রমিত হয়েছেন ৮০১৩ জন। তবে এই সময়টাকে মোটেও হালকাভাবে নিতে চাইছেন না বিশেষজ্ঞরা।

কমলাসাগর সীমান্তে বিএসএফ এবং জনতার রক্তক্ষয়ী খন্ডযুদ্ধে আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় বিএসএফ ও জনতার খন্ডযুদ্ধে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। টহল দেওয়ার সময় পাচারকারী সন্দেহে মারধরের ঘটনায় সিপাহীজলা জেলায় কমলাসাগর মিয়া পাড়া এলাকায় স্থানীয় মানুষ বিএসএফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তাতেই, বিপত্তি বাঁধে। পরিনামে বিএসএফ জওয়ান ও স্থানীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের রাতেই মধুপুর প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অভিযোগ, সীমান্তে টহলদারি বিএসএফ জওয়ানরা হঠাৎ মিয়াপাড়া এলাকায় বাড়ি ঘরে ঢুকে সাধারণ মানুষ জনকে মারধর শুরু করে। পথচারী সাধারণ মানুষকেও তারা মারধর করেছেন, এমনটাই অভিযোগ। ওই ঘটনায় মুহুর্তের মধ্যেই এলাকায় তীব্র আতঙ্ক দেখা দেয়। অনুমান করা হচ্ছে, পাচারকারী সন্দেহে পাচারকারীদের ধাওয়া করতে গিয়েই সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরে হামলা সংগঠিত করেছে টহলদারি বিএসএফ জওয়ানরা। কিন্তু, নিরীহরা বিএসএফের হাতে মার খেয়ে প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হন এবং পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন।

তাতে উভয় পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের অভিযোগ, বিএসএফ পাচারকারী এবং চোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে নিরীহ সাধারণ মানুষের বাড়ি ঘরে ঢুকে হামলা সংগঠিত করেছে। এদিকে, সংঘর্ষের ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আপাতত শান্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন অন্তর অন্তর সীমান্ত এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। কখনোও আবার চলে গুলি। জনতা ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে। জনতার অভিযোগ নিরীহ গ্রামবাসীদের অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিএসএফের দাবি, পাচার রুখতে গিয়ে জনতার রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক টার্ম ওয়ান এর ফল প্রকাশিত মার্কশিট টার্ম টু পরীক্ষার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক টার্ম ওয়ান এর ফল প্রকাশ করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপে দুই ধাপে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেই মোতাবেক আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক, মাদ্রাসা আলিম এবং উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল টার্ম ওয়ান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। তবে, টার্ম ওয়ান পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থীকে পাশ বা ফেল হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। টার্ম ওয়ান এবং টার্ম টু দুটি পরীক্ষার যৌথ ফলাফলের ভিত্তিতে পাশ ফেল ঘোষণা করা হবে। আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাগৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য তুলে ধরেন পর্ষদ সভাপতি ভবতোষ সাহা।

এদিন তিনি জানান, ফলাফল ঘোষণার পর দুপুর সাড়ে বারোটা থেকে ছাত্রছাত্রীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষার নম্বর সম্পর্কে জানতে পারবে। তবে এই পরীক্ষার জন্য কোন মার্কশিট দেওয়া হবে না পরীক্ষার্থীদের। টার্ম টু পরীক্ষার পরই টার্ম ওয়ান এবং টার্ম টু পরীক্ষার মার্কশিট একত্রে দেওয়া হবে। যে কারণে অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষণা সম্পূর্ন আলাদা হয়েছে।

তাঁর কথায়, কোভিড পরিস্থিতির দরুণ ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষের মতো ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষেও স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন চূড়ান্তভাবে ব্যাহত হয়েছে। এজন্য সিবিএসই গত জুন মাসে এবছরের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা টার্ম ওয়ান ও টার্ম টু দুভাবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার অন্যতম লক্ষ্যই ছিল কোভিড পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে দুটো পরীক্ষার মধ্যে অন্তত একটি পরীক্ষা নিয়ে সেই ফলাফলের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। তাই ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিচালন কমিটি গত জুলাই মাসে এই পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নেয় এবং রাজ্য সরকার সেটা সেপ্টেম্বর মাসে অনুমোদন দেয়।

উল্লেখ্য, গত ১৫ ডিসেম্বর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল টার্ম ওয়ান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। শেষ হয়েছিল ৭ জানুয়ারি। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা আলিম টার্ম ওয়ান পরীক্ষা শুরু হয়েছিল গত ১৬ ডিসেম্বর। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিষ্ফলা বৈঠক

বেলারুশের গোমেল অঞ্চলে সোমবার ইউক্রেন ও রাশিয়ার প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৮ মার্চ রাজ্য সফরে আসছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগামী ৮ মার্চ ত্রিপুরায় আসছেন। ত্রিপুরায় তিনি ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি পূজনে অংশ নেবেন। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই সংবাদ দিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ৯ মার্চ বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের চার বছর পূর্তির অনুষ্ঠানেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অংশ নেবেন।

প্রসঙ্গত, পূর্ণ রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের ত্রিপুরায় আসার সূচী নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু, ব্যস্ততার কারণে ওই সময়ে তাঁর ত্রিপুরায় আসা সম্ভব হয়নি। আগামী ৯ মার্চ বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের চার বছর পূর্তি হবে। তার আগে ৮ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে আসবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, ৯ মার্চ সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সরকারীভাবে সেই কর্মসূচি উদযাপিত হবে। তবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরা সফরে এসে ফরেন্সিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি পূজনে অংশ নেবেন। তিনি বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু বিশালগড়ে, অনুমান আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। (ট্রেনে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সিপাহীজলা জেলায় বিশালগড়-র উত্তর ব্রজপুর এলাকায় সোমবার ভোরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রাণতোষ দেবনাথের ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে স্থানীয় লোকজন রেল লাইনের ধারে মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। সাথে ওই ব্যক্তির বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

পারিবারিক সুত্রে খবর, গতকাল রাতে বাড়িতে ঝগড়া করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন প্রাণতোষ। পরবর্তী সময়ে পরিবারের লোকজন তাঁকে বুঝিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনেন। রাতে সকলের সাথে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু, ভোর নাগাদ কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। আজ সকলে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ট্রেনের নীচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন প্রাণতোষ দেবনাথ। পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই চরম পথ বেঁছে নিয়েছেন তিনি, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় এলপিজি সিলিন্ডার পাচার কান্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য, নাম জড়াল শাসক দলের নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। তেলিয়ামুড়ার এল.পি.জি পাচার কান্ডের ব্যাপারে আরো নতুন কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এলো। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের প্রাক্তন পৌর পিতার ডান হস্ত বলে পরিচিত গ্যাস পাচার মাফিয়াদের সঙ্গে উতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তেলিয়ামুড়া শহর জুড়ে গ্যাস পাচার বাণিজ্যের মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা তেলিয়ামুড়ার ক্ষেত্রে নবতম সংযোজন।

রবিবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন বান্দর চৌমুহনী এলাকায় গ্যাস পাচার বাণিজ্যের কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত হয়েছিল তিন জন। এই পাচার বাণিজ্যের তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে আসে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই তথ্যের মধ্যে প্রাক্তন পৌর পিতার ডান হস্ত হিসেবে এক ব্যক্তির নাম উঠে আসে। ওই চুনোপুটি গেরুয়া নেতার মাধ্যমে পাচারকারীদের থেকে নগদ-নারায়ণ ও আদান-প্রদান হয়। যার ফলে গ্যাস পাচার মাফিয়ারা বুক উচিয়ে নিজেদের পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাভাবিকভাবে ওই চুনোপুটি গেরুয়া নেতারও পকেট স্ফিত হচ্ছে। এমনকি এক পাচারকারীর বাড়ির সামনে থেকে গ্যাস সিলিন্ডারের বেশ কিছু কর্ক ও পাওয়া যায়। তবে তেলিয়ামুড়া থানার বিশ্বস্ত সূত্র মারফত খবর, ওই গেরুয়া চুনোপুটি নেতা তেলিয়ামুড়া থানার দ্বারস্থ হয়েছিল যাতে গ্যাস বোঝাই লরিটি থানাবাবুরা ছেড়ে দেয়। তবে শাসক দলের একাংশ চুনোপুটি নেতাদের দৌলতে তেলিয়ামুড়া শহরজুড়ে রান্নার এল.পি.জি গ্যাসের কালোবাজারি চলছে জোড় কদমে। এতে করে দলের নাম যেমন বদনাম হচ্ছে ঠিক তেমনি ভাবে গ্যাস প্রদান প্রক্রিয়া তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত জানা যায়, আটককৃত গ্যাস সিলিন্ডার বোঝাই লরির গ্যাস গুলো কল্যাণপুর গ্যাস এজেন্সির।

চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার ধৃত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। চুরি যাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট এর পুলিশ। এই চুরি কান্ডে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলো অনিকেত সাহা এবং বিশ্বজিৎ পাল।

রবিবার প্রতাপগড় এলাকার মানিক সরকারের বাড়ি থেকে বাইকটি চুরি করে কলেজটির এলাকায় রেখেছিল চোরেরা। পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গের তিন তৃণমূল কর্মী হাজিরা দিলেন পূর্ব আগরতলা থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। পূর্ব আগরতলা থানায় হাজিরা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের তিন তৃণমূল কর্মী। যুব তৃণমূলের নেতা সুদীপ নাহা সহ তিনজনকে সমন পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে সোমবার তাঁরা আগরতলা পূর্ব থানায় হাজিরা দিয়েছেন এবং পুলিশের জেরার মুখোমুখি হয়েছেন। মূলত, পূর্ব মহিলা থানায় সংগঠিত হিংসার ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলায় তাদের সমন জারী করা হয়েছে।

আমবাসায় প্রচুর গাঁজা উদ্ধার, আটক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ফেব্রুয়ারী।। আমবাসায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে তাকে আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদারের কাছে সুনির্দিষ্ট খবর ছিল একটি ছয় চাকার লরি করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে আমবাসা থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক লরিটি আটক করেন।

লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ২১ প্যাকেট গাজা এবং এছাড়া কয়েকটি বাক্সে আরও বেশ কিছু পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গাড়ির চালক আজাম খানকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। এই চক্রে আরও কারা জড়িত রয়েছে তাদের সন্ধানে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশের দাবীতে জেআরবিটি অফিসে আবারও ধর্ণা আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।।একদিকে বেকারত্ব রাজ্যে ব্যাপকভাবে আঘাত করছে এবং অন্যদিকে চাকরি প্রার্থীরা যারা জেআরবিটি গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পরীক্ষায় বসেছিল, যা ২০২১ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারা এখন ফলাফল ঘোষণা করতে বিলম্বের কারণে ব্যাপক দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট বিভাগ শীঘ্রই ফলাফল ঘোষণা করা হবে এমন আশ্বাস দিয়ে প্রতিবার চাকরি প্রার্থীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে।

ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের জন্য, আজ ঙ্জ্জড্ডুছ্ছঞ্ (সর্বভারতীয় বেকার যুব সংগ্রাম কমিটি) প্ল্যাকার্ড ধারণ করে অবিলম্বে ফলাফল প্রকাশের জন্য জেআরবিটি বিভাগে ডেপুটেশন স্থাপন করেছে এবং বিভাগের সামনে প্রতিবাদ করেছে।

মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে এআইইউওয়াইএসসি-এর আহ্বায়ক, ভবতোষ দে বলেছেন, "২০২০ সালে, নভেম্বরে গ্রুপ-ডি-র জন্য মোট ২৪১০ এবং গ্রুপ-সি পদের জন্য ২৫০০টি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের সভায় হামলার তীব্র নিন্দা জানাল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। শনিবার মঠচৌমুহনী এলাকায় কংগ্রেসের সভায় হামলা হুজ্জতির পর রাজ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ চড়ছিল তাতে সিপিএম নীরব থাকলেও অবশেষে নীরবতা ভেঙ্গে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিল। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বাইক বাহিনীর সাথে এখন হেলমেট বাহিনী। প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়কের উপর হামলা। পার্টি অফিসের উপরও হামলা। এই হামলার ঘটনার নিন্দা জানানো হয়েছে সিপিএম রাজ্য সম্মেলনেও। সাংবাদিক সম্মেলনেও দলের রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী আবার বলেন, কংগ্রেস দলের সভায় হামলা ও আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

তিনি বলেন, হামলা হওয়ার পর রাতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজ্যের ও কেন্দ্রের মন্ত্রিরা বলে দিলেন। কংগ্রেস পার্টি অফিসে সিপিএম কর্মীরা ঢুকে আছে। জীতেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জরুরী পরিষেবার তিনটি টেলিফোন বোবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। কল্যাণপুর থানা সহ কল্যাণপুরের মোট তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডলাইন টেলিফোন আজ দীর্ঘ্য দিন ধরে বোবা হয়ে আছে। থানার ফোন নষ্ট থাকায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। কারণ ফোন বোবা থাকায় কেও কোন অভিযোগ জানাতে বা কোন খবর জানাতে পারছেন না। কোন খবর থানা থেকেও নিতে পারছেন না।

থানার বর্তমানে নষ্ট ফোনটির নাম্বার হলো ০৩৮২৫২৬১২২২.থানা ছাড়াও খারাপ হয়ে আছে কল্যাণপুর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরের ল্যান্ড ফোন। এর নাম্বার ০৩৮২৫২৬১৩৭৫.এই ফোন টিও বোবা থাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। এখানেই শেষ নয় খারাপ হয়ে আছে কল্যাণপুর হাসপাতাল এর ল্যান্ড ফোনটিও। যার নাম্বার ০৩৮২৫২৬১২২১.জানা গেছে থানা এবং হাসপাতালের ফোন গুলো বিল না প্রদান করায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তবে তেলিয়ামুড়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ থেকে জানানো হয় থানার ফোন টির বিষয়ে সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে। থানার তরফে আবেদন করলেই আবার ফের সংযোগ চালু করা হবে। এদিকে জানা যায় কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইন চার্জ সুভরাংশু ভট্টাচার্য এ বিষয়ে প্রতিবেদক থেকে জেনে খবর নেবার চেষ্টা করেন তেলিয়ামুড়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এ। কিন্তু কেও তার ফোন ধরেন নি। এর পরেও ভারপ্রাপ্ত ওসি সুভরাংশু ভট্টাচার্য জানান তিনি বিষয় টি দেখছেন। মূল সমস্যা হলো পুলিশ অফিসারই হোক কিংবা কোন ডাক্তার সাধারণ মানুষের কারো কাছেই এই সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত মোবাইল নাম্বার থাকে না। তাই সাধারণ মানুষের ভরসা সরকারি ল্যান্ড লাইন।

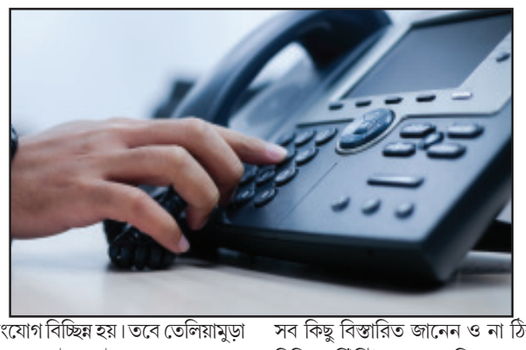

এটা জরুরীও নয় যে একজন সাধারণ নাগরিক কে একজন পুলিশ অফিসার বা ডাক্তার এর মোবাইল নাম্বার মুখস্থ রাখতে হবে। ল্যান্ড লাইন গুলো অচল হওয়ায় তাই দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। কল্যাণপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এ একজন মাত্র এ টি টি কর্মরত আছেন। আর কোন অফিসার বা কর্মী নেই। গণেশ দত্ত নামের ওই ব্যক্তি সব কিছু বিস্তারিত জানেন ও না ঠিক কি কারণে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন। তিঁনিই বলেন তেলিয়ামুড়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর অফিসার বিকাশ ঝার সাথে কথা বলার। বিকাশ বাবুই জানান কল্যাণপুর হাসপাতাল এর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৪৩ ▫ ১ মার্চ ২০২২ ইং ▫ ১৬ ফাল্গুন ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

শিব ও পার্বতী হইলেন মিলন প্রেম ও শক্তির আধার

সত্যমশিবমসুন্দরম হঠাৎ শিব সৃষ্টি এবং প্রলয়ের দেবতা। সেই কারণেই শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মা-বোনসহ সকলেই শিব চতুর্দশী তিথিতে পুজো করিয়া থাকেন। ধর্মীয় মতে কথিত রহিয়াছে শিব কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই

জগত সংসারে শান্তি বিরাজমান। সেই ধর্মীয় বিশ্বাস মতেই ধর্মপ্রাণ মানুষ শিবের উপাসনায় মনোনিবেশ করেন।হিন্দু ধর্মের অন্যতম বড় ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হইল মহা শিবরাত্রি। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে মহা শিবরাত্রি পালিত হয়। প্রতি মাসে মাসিক শিবরাত্রি পালিত হইলেও, ফাল্গুন মাসের মহা শিবরাত্রির বিশেষ মাহাত্ম্য রহিয়াছে। এদিন নিয়ম মানিয়া মহাদেবের পুজো করা হয়। ১ মার্চ, মঙ্গলবার মহাশিবরাত্রি পালিত হইবে। সারাদিন উপবাস থাকিয়া শিবের পুজো করেন তাঁহার ভক্তরা। মহাশিবরাত্রির উতসব। শিবরাত্রি কথাটি আসিয়াছে শিব ও রাত্রির সমন্বয়ে। অর্থাত যে রাত শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এক বছরে প্রতি মাসে একটি করে মোট ১২টি শিবরাত্রি পালন করা হয়। তাহার মধ্যে মহাশিবরাত্রি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।গোটা দেশে মহা ধূমধামের সঙ্গে পালন করা হয় মহাশিবরাত্রি। শিবরাত্রি আসলে হল শিব ও পার্বতীর মিলন উতসব। ধ্বংসের দেবতা শিবের সঙ্গে এই রাতে মিলন ঘটে প্রেম, সৌন্দর্য ও উতপাদন ক্ষমতার দেবী পার্বতীর। দেবী পার্বতীর অন্য নাম শক্তি। শিব ও শক্তির মিলনের উতসব শিবরাত্রি। পুরাণ অনুসারে মহাদেব ও পার্বতীর বিয়ের রাতে অনেক দেব, দেবী, পশু ও রাক্ষস মিলিয়া শিবকে পার্বতীর ঘরে নিয়া যান।

শিব ও পার্বতী হইলেন মিলন, প্রেম ও শক্তির আধার। মহাশিবরাত্রির উতসব তাঁহাদের এই মিলন ও আত্মিক বন্ধনকে উদযাপন করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এদিন সকাল থেকেই শিব মন্দিরগুলিতে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। ওম নমঃ শিবায় এবং হর হর মহাদেব মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে ভোর থেকেই মন্দিরগুলির বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকেন পূণ্যার্থীরা। শিব মন্দিরগুলিতে গোটা রাত ধরিয়া এদিন চলে বিশেষ পূজার্চনা।

মহাশিবরাত্রিতে কঠোর ভাবে উপবাস পালনের রীতি রহিয়াছে। এদিন শিবলিঙ্গের রুদ্র অভিষেক পুজো করা হয়। জল, দুধ, মধু, আখের রস ও দই দিয়া শিবলিঙ্গের পুজো করা হয়। এছাড়া ধূত্র ফুল এবং ফল মহাদেবের অভিষেকের জন্য অবশ্যই দিতে হয়। বিবাহিতা মহিলারা মহাশিবরাত্রিতে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া উপবাস রাখিয়া পুজো করেন। অবিবাহিতা মহিলারা শিবের মতো স্বামীর পাওয়ার প্রার্থনা করিয়া এদিন উপবাস রাখিয়া পুজো অর্চনা করেন।শিবরাত্রির ব্রতকথা অনুযায়ী, এদিন এক শিকারি বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে শিকার না পাইয়া একটি বেলগাছের ডালে আশ্রয় নেয়। গাছের পাতা ছিঁড়িয়া নিচে ফেলিতে থাকে সে। নিচে সেখানে একটি শিবলিঙ্গ ছিল। বেলপাতা পড়ায় খুশি হইয়া মহাদেব তাহাকে আশীর্বাদ করেন। কালকূট কথা অনুযায়ী, এদিনই দেবতা ও রাক্ষসদের সমুদ্র মন্থনের ফলে ভয়ানক কালকূট বিষ উঠিয়া আসে। সেই বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে গোটা বিশ্ব। সৃষ্টি রক্ষা করিতে মহাদেব সেই বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করেন। বিষে তাঁহার কণ্ঠ নীল হইয়া যায়। তাই তাঁহার আর এক নাম নীলকণ্ঠ।

কাঁথির পুরভোট বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের দাবি বিজেপির

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির কাঁথির পুরভোট বাতিল ও পুনর্নির্বাচনের আবেদন গ্রহণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। রবিবার পুর নির্বাচনে কাঁথিতে ভোট লুঠের অভিযোগ করেছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, ভোট লুঠ করেছে শাসকদল। সন্ত্রাস করে মানুষকে কাঁথিতে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তাই কাঁথির পুরভোট বাতিলের দাবি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। অভিযোগ-আবেদনের প্রেক্ষিতে মামলা দায়ের অনুমতি দিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। পাশাপাশি, বিজেপি-র দলীয় সূত্রে খবর, কাঁথির মত রাজ্যের সব পুরসভার ভোটে "সন্ত্রাস" নিয়েই কি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে? সেক্ষেত্রে কী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে? তা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, গতকালই কাঁথি পুরসভার নির্বাচনে ভোট লুঠের অভিযোগ তোলেন কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী। শুধু তাই নয়, নন্দীগ্রামে হারের পর কাঁথি পুরসভা, কাঁথি কলেজ ও কাঁথি সমবায় সমিতিকে নিশানা করেছে প্রশাসন। উদ্দেশ্য একটাই মুখ্যমন্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা। রবিবার কাঁথি কলেজে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে এভাবেই রাজ্য সরকারকে বিঁধেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। তিনি বলেন, "দুর্দান্ত" ভোট হচ্ছে। সৌমেন্দুকে আটকে দেওয়া হয়েছে। কারণ তাকে দেখলে মানুষ তাকেই ভোট দেবে।

প্রতি রবিবার বাড়বে মেট্রো-র সংখ্যা

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সকাল ১০টার বদলে রবিবার সকাল ৯টায় মিলবে প্রথম মেট্রো। আগামী ৬ মার্চ থেকে চালু হচ্ছে এই পরিষেবা।সোমবার কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের সুবিধার্থে আগামী রবিবার থেকে আরও আটটি ট্রেন যোগ করা হচ্ছে। আগের রবিবারগুলিতে সর্বমোট ১২০টি ট্রেন যাতায়াত করত। ৬ মার্চ থেকে তা বাড়িয়ে করা হচ্ছে ১২৮টি। কবি সুভাষ ও দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের মধ্যে চলবে মোট ১২৪টি ট্রেন। বাকি চারটির শেষ গন্তব্য হবে দমদম স্টেশন।প্রতি রবিবার কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন থেকে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৯টায়। পাশাপাশি, রবিবারে দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯টা ১৮ মিনিটে। দমদম স্টেশন থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে ন'টায়। একই ভাবে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরমুখী শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত সাড়ে ন'টায়। রবিবারের রাতগুলিতে সাড়ে দশটা পর্যন্ত চালু থাকবে মেট্রো পরিষেবা।

মণিপুর : বিকেল চারটা পর্যন্ত ভোটের হার ৬৮.৩৯ শতাংশ

ইমফল, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা ভোটে বেলা চারটা পর্যন্ত ৬৮.৩৯ শতাংশ ভোটদান হয়েছে বলে রাজ্য নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ইমফল পশ্চিম জেলার ২০ নম্বর ল্যাংথাবল কেন্দ্রের অন্তর্গত কেইথেলমানবি ভোটকেন্দ্রে বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের জেরে কেইথেলমানবি ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন, জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) রাজেশ আগরওয়ালা। তিনি বলেন, প্রথমে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। ইভিএম নষ্ট করে দেওয়ায় ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এর পর পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য, ইমফল পশ্চিম জেলার ২০ নম্বর ল্যাংথাবল নির্বাচনী ক্ষেত্রের কাকওয়া এলাকায় কেইথেলমানবি ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন বিজেপির একটি কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছেন কংগ্রেস কর্মীরা। এছাড়া এনপিপি প্রার্থীর একটি গাড়িতে হামলা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। তবে, এ ঘটনায় কেউ আহত হননি।

দীনবন্ধু সি এফ এণ্ডরুজ ও সমকালীন ভারতে অস্পৃশ্যতা

ড. বিমলকুমার শীট

যেকয়েকজন বিদেশি ভারতকে সত্যিকারে ভালোবেসে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সি এফ এণ্ডরুজ। ১৯০৪ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন এবং আমৃত্যু ভারতবাসীর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বিশেষ করে সমাজসেবা, ভারতের

মুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। ভারতের দুই মহান সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার গুরুদেব, আর গান্ধীজি হলেন "মোহন" আর তিনি হলেন গান্ধীজির প্রাণের চার্লি। তাদের প্রভাবে এণ্ডরুজ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু এবং খ্রীস্টের পরম নিষ্ঠাবান সেবক এণ্ডরুজ ভারতবর্ষকে বলতেন তার দ্বিতীয় জন্মভূমি। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন "সেইদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণের আগে একটি বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় করলাম। কবি যদি অনুমতি দেন তাহলে তার শান্তিনিকেতনের এই বিচিত্র মহাদেশ নিবিড় ভাবে আমার কাছে ধরা দেবেত্তত্ত তখন আমি মিশনের কর্তব্য থেকে মুক্তি হইনি। কিন্তু মনে আশা রইল দক্ষিণ আফ্রিকায় সংকটময় দিনগুলির বেদনা এই আশার আনন্দে লাঘব হল'। ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা অন্তরের যোগ তিনি অনুভব করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার যোগ এদেশের নারীর সঙ্গে। এণ্ডরুজ এদেশে এসে বুঝতে পেরেছিলেন অস্পৃশ্যতা সমাজ থেকে দূর করতে না পারলে জাতীয় স্বাধীনতা ভারতীয়দের কাছে অধবা থেকে যাবে। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মের গোঁড়ামির বরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন। ইংরেজরা জাতি হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত আর ভারতীয়দের হীনজ্ঞান করত। এণ্ডরুজ একজন ইংরেজ হয়েও ছিলেন ব্যতিক্রমী। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য এণ্ডরুজ বেশি দুঃখ বোধ করতেন। এই ভেদবুদ্ধি দূর করার জন্য তিনি নানা ধরনের আন্দোলন করেছিলেন। গান্ধীজি দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করা, সত্রীলোকেদের উপযুক্ত সম্মান দান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হওয়ার কর্মসুচি গ্রহণ করলে এণ্ডরুজ মনেপ্রাণে এতে আত্মোৎসর্গ করেন। এণ্ডরুজ বলেছিলেন, "যেহেতু আমি একজন খ্রিস্টান সেই জন্যই আমি উপলব্ধি করেছি যে ধর্মনীতির প্রয়োজনেই ভারতের পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু সে স্বাধীনতা কখনই আসবে না যদি না লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত অস্পৃশ্যদের মুক্তিলাভ হয়। ভারতবর্ষ কোনওদিনই আপনাদের সেই সাধের ভারতবর্ষ বা আমার সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ হবে না যদি ভারতের নিপীড়িত বঞ্চিত জাতি স্বরাজ না পায়। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের অনুপ্রণাতেই এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক রূপে কাজে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি কার্যত শান্তিনিকেতনে কবির , প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সর্বদা বলিষ্ঠ ও উন্নত মনোভাব গড়ে তুলতে এণ্ডরুজ অনুপ্রেরণা দান করতেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে জাতিভেদ নীতি ও প্রাদেশিকতার ভাব প্রকাশ পেত। বিশেষত পাকশালাতে এবং আহারের বিষয়ে বেশি দেখা যেত। এই ভেদনীতি দূর করার জন্য এণ্ডরুজ সব সময় তৎপর থাকতেন। প্রথম দিকে এই কাজে তাকে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এণ্ডরুজের নিয়মিত পত্রালাভ হত শান্তিনিকেতনের প্রতিদিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে। এণ্ডরুজ কবিকে মহাউৎসাহে লিখেছেন যে ডিসেম্বর, এর ঠিক চারমাস পূর্বে আগস্ট মাসের গোড়ায় এণ্ডরুজ কবিকে আশ্রমের রন্ধনশালী ও ভোজনাগার সম্বন্ধে যে পত্র দেন তা তেকে জানতে পারা যায় যে গুজরাটি ছাত্রদের জন্য পৃথক ভোজনাগারে ছাত্ররা তাদের "জাত? রক্ষা করে পৃথক পৃথক দলে বসছে, সে ঘরে এণ্ডরুজের প্রবেশাধিকার নেই এবং তারা এণ্ডরুজের সঙ্গে খেতে বসতে রাজি নয়। তবে তিনি আশাবাদী এবং আশা করেন এসব বাধা দূর হবে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের মহা মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। কিছু কিছু অভিভাবক এসে এখানকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাদের ছেলেমেয়েদের জাতিভেদ মেনে পৃথক পৃথক পংক্তিতে বসার নির্দেশে দিয়েছিলেন। পাচকদের নির্দেশ উপদেশ দিতেন।" এইসব

অভিভাবকরা তাদের সংকীর্ণ মনোভাব দূর করতে না পেরে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের শান্তিনিকৈতনের আশ্রম থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার ফলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজেরপক্ষে পরবর্তীকালে ছাত্রদের মন থেকে ভেদনীতি দূর করার কাজ সহজ হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তার সহৃদয় ও আন্তরিক চেষ্টায় ছাত্রদেরম মনের ভেদবুদ্ধি দূর হয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ এণ্ডরুজ সম্পর্কে লিখেছেন, এণ্ডরুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। তিনি এসেছেন জেনেভার এক ধর্মীয় কংগ্রেস থেকে এবং ফিরেছেন ইংল্যান্ডে। তত্ত সমস্ত পীড়িতদের পক্ষ সমর্থন ও প্রেমের জয় দেশ দেশান্তরে তিনি এক অনন্ত অভিযাত্রী। তিনি তিরিশ লক্ষ অস্পৃশ্যের এক গোষ্ঠীর কথা বললেন, গোষ্ঠীটির নাম "থিয়া" নারায়ণস্বামী নামে এক বিখ্যাত গুরুকে ঘিরে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। এই নারায়ণস্বামী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বড় (এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখতে গিয়েছিলেন), তিনি বছর কুড়ি ধরে এক উচ্চমার্গের পবিত্র ধর্ম প্রচার করছেন।" পরিয়াদের পক্ষে নিষিদ্ধ পথে ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভের জন্যে অহিংসা আন্দোলনে ত্রিবাঙ্কুরের থিয়াদের সঙ্গে এণ্ডরুজ এক বছরেরও বেশি অংশ নিয়েছিলেন। থিয়ারা চারমাস ধরে সমস্ত সময় এবং কখনো কখনো বানে ভাসা নদীর জানি, আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে পারেন? তারপরে এণ্ডরুজ আরও কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য। গান্ধীজিকে ডারবানে গীর্জায় এণ্ডরুজের বক্তৃতা শুনতে দেওয়া হয়নি কারণ তিনি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী। এই ঘটনায় এণ্ডরুজ যরপরনাই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। এণ্ডরুজের ভারতশ্রীতি সুখের ছিল না। গিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। একবার নাইরোবি থেকে উগান্ডা যাচ্চিলেন এণ্ডরুজ। ট্রেনের শ্বেতাঙ্গ। বিদ্রুপ করতে করতে তারা

এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনে ছিলেন এবং নানা কটুক্তি করেছিল। ট্রেন থেকে টেনে তাকেপাড়ে, কোমর জলে হাতজোড় করে, আবেদন জানিয়ে, ছয় ঘন্টা পালা করে চৌমাথাগুলোয় হাড় গুঁড়িয়ে গেছে এবং অবশেষে তারা জয়লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এণ্ডরুজ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেখানে ভারতীয়দের মধ্যেও বর্ণবিদ্বেষের বিষময় প্রভাব বর্তমান। ঘৃণার চোখে দেখত, ভারতীয়রাও ততোধিত কৃষ্ণবর্ষ অধিবাসীদের। একদিন একটি সভায় ভারতয়দের মুক্তি সংগ্রামের বিষয় বক্তৃতা দিয়ে এণ্ডরুজ বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রোমাঁ রোলাঁ এণ্ডরুজ সম্পর্কে লিকেচেন, "এণ্ডরুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। একদল জুলু তাকে অনেকটা পথ অনুসরণ করে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা জানি আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে পারেন? তারপরে এণ্ডরুজ আরও কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য। গান্ধীজিকে ডারবানে গীর্জায় এণ্ডরুজ বক্তৃতা শুনতে দ্যেয়া হয়নি কারণ তিনি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী এই ঘটনায় এণ্ডরুজ যরপরনাই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।এণ্ডরুজের ভারতপ্রীতি সুখের ছিলনা। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সাহায্য করতেগিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতেহয়েছিল। একবার নাইরোবি থেকে উগান্তা মাচ্ছিলেন এণ্ডরুজ। ট্রেনের কামরায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বিদ্রুপ করতে করতে তারা এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনে ছিলেন এবং নানা কটুক্তি করেছিল ট্রেন থেকে টেনে তাঁকে বাইরে বার করে দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। অন্য একদিন উগান্ডা থেকে ফেরার সময় জাহাজে এণ্ডরুজের সঙ্গে এক শিখ পরিবারের আলাপ হয়েছিল। তিনি শিখ দম্পতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন আর শিশুটিকে সস্নেহে আদর করেছিলেন। জাহাজের শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা অনেকক্ষণ ধরে তার সেই "বিসদৃশ" আচরণ লক্ষ্য করছিল।তাদের একজন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ছুটে এসে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে এণ্ডরুজকে বলেছিলেন, জান, তোমার কোলে এই কালো বাচ্চাটিকে দেখে তোমাকে খুন করার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমার গলার চাদর ধরে টেনে তোমাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিই। ইংরেজ হলেও তিনি ভারতীয় রীরিতে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। তাই এটা একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হল। দক্ষিণ আফ্রিকার খবরের কাগজে শিরোনাম হল, "এক কৃষ্ণাঙ্গের পা মুছিয়ে দেবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে এক শ্বেতাঙ্গের আগমন।" এরপর এণ্ডরুজের মুখের ওপর সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফিজিতে নিপীড়িত ভারতীয়দের পক্ষে এণ্ডরুজ আন্দোলন ত্ত করেছিলেন। অনুকূলে জনমত সংগঠিত করেছিলেন। ১৯১৭ সালে ফিজিবাসী ভারতীয়রা এণ্ডরুজকে 'দীনবন্ধু' আখ্যা দিয়ে তাদের ছার দুর নারদ সির। এণ্ডরুজ ছিলেন প্রকৃত দুর্গতের উদ্ধারকর্তা ও দুঃখীর সহায়। খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষে, ও উত্তরবঙ্গের বন্যায় জনসাধারণের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওড়িশায় খরা ও ১৯২৫ সালের পুরী জেলায় প্রবল বন্যা হলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সেখানে ছুটে গেছে দুর্গত মানুষের সেবায়।

টেলিভিশন পিকচার টিউবের একশো বছর

কৌশিক রায়

অতি সাধারণ থেকে অসাধারণ, নাক্ষত্রিক প্রতিভার বিচ্ছুরণ, কোনো বড়মাপের ডিগ্রি বা শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই মানুষ দেখাতে পারে, সেটার প্রমাণ সাহিতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে উত্তাবক সধারণ গুলন্দাজ, লেগ বিক্রেতা আন্টনি ভ্যান লিউয়েনছক এবং 'সমনলো পার্ক-এর জাদুকর' টমাস আলভা এডিসন থেকে শুরু করে সেলাই মেশিনের উদ্ভাবক এলিয়াস হাউয়ে এবং বাইসাইকেলের উদ্ভাবক কার্কপাট্রিক ম্যাকমিলান তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গণমাধ্যমের অনাতম টেলিভিশনের "হবদযন্ত্র" পিকচার টিউব-এর উদ্ভাবক, মার্কিন দেশের উটা রাজ্যের অন্তত ইন্ডিয়ান ভ্রিক-এ জন্মানো, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরনো স্বভাববিজ্ঞানী ফিলো ফার্নসওয়র্থ ছিলেন এইরকমই একজন মানুষ। স্টল্যান্ডের বিজ্ঞানী এবং দূরদর্শনযন্ত্রের উত্তাবক জন লোগি বেয়ার্ডের অসম্পূর্ণ ক্লাসের কাজকে সুসম্পন্ন করেছিলেন হালকা, পাতলা চেহারার ফিলো ফার্নসওয়ার্থ।

জন্ম থেকেই দারিদ্র্য ছিল ফিলো ফার্নসওয়ার্থের চিরসঙ্গী। শ্রমজীবী বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা সাধারণ কাঠের কুটিরে থাকতেন তিনি। তবে কাঠের পর্ণকুটিরে বড় হয়ে ওঠা, কাঠুরে বাবা-মায়ের সন্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তিদাতা হয়ে ওঠা আব্রাহাম লিহনের সঙ্গে ফিল ফার্নওয়ার্থের অনায়াস তুলনা করা যেতে পারে। মানবহিতৈষী এবং জ্ঞানের অগ্রগতিতে দুজনেই ছিলেন নিরলস, নিরভিমানী, পরিশ্রমী।

পদার্থবিদ্যাতে নিজের উদ্যোগে পড়াশোনা করেই, মাত্র ১৪ বছর বয়সেই আলেসান্দ্রো ভোল্টা, আছে মারী অপিয়র, লুইগ্নি গালভানি, হাইনরিশ হার্থজ, ব্রেইজ পাস্কাল, রবার্ট বরেলের মতো প্রতিথযশা বিজ্ঞানীদের, কথা, মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ফিলো ফার্নসওয়ার্থ। ওই বয়সেই ইলেকট্রন কণিকা চালিত টেলিভিশন যন্ত্রের মডেল বানিয়ে ফেলেন তিনি। ফিলোর মাথায় এই মডেলের ধারণা আনে ঘোড়ায় টানা কাঠের

লাঙল দিয়ে আলুর জমি চাষ করতে করতে।তার মনে হয়, লাঙলকে যেভাবে সামনে থেকে পিছনে টানা বায়, সেভাবে ইলেকট্রন রশ্মির সাহাযোও কোনো ব্যক্তি বা বস্তর ছবিকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আইডাহো রাজোর রিগবি থেকে ঘোড়ায় গিয়েই পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সু করে ফেলেন তির কিলো থেকে ইলেকট্রন এবং বিরান সম্পর্কে ক্লাসের বইপত্র জোগাড় করে কস্থ করে ফেললেন তিনি। পিকচার টিউবের উদ্ভাবনের পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে চিরকাল এই প্রেরণাদায়ী শিক্ষকের অবদান স্বীকার করে গেছেন ফারয়ার্থ। টুলম্যানের কাছে পড়াশোনা করেই, ১৪ বছর বয়সে টেলিভিশনের পিকচার টিউবের একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা ও মডেল দাঁড় করালেন ফিলো ফার্নসওয়র্থ। এই কৃতিত্রে জন্য ফার্নওয়ার্থকে ব্রাইহ্যাম ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি করে নেওয়া হয়। তবে উচ্চশিক্ষাতে বিধি বাম ছিল পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু ফিলো ফার্নসওয়ার্থে। উচ্চশিক্ষার দোরগোড়াতে পা রাখতে না রাখতেই পিতৃবিয়োগ হল ত্রার। হতাশ হয়ে পড়লেন ফারনয়ার্থ। এবারে তাকে সাহাযা করার জনা এগিয়ে এলেন সোভিরেত দেশ থেকে মার্কিন মুলুকে শরণার্থী হয়ে আসা, কিন্তু তড়িৎবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি পাওয়া বিজ্ঞানী ভলাদিমির জুয়োরাইকিন। ভ্লাদিমির আর তাঁর স্ত্রী পেম-এর উৎসাহে সান ফ্রান্সিসকোর একটি নিভৃত গবেষণাগারে টেলিভিশন পিকচার টিউব গড়ে তোলার গবেষণাতে লিপ্ত হলেন ২১ বছরের তরুণ ফিলো ফানর্সওয়ার্থ। প্রথমে তিনি একটি কাচের বর্গক্ষেত্রের এক দিকটায় কালি লাগালেন। তার মাঝখানে আঁচড় দিয়ে একটা সোজা সরলরেখা টানলেন। এর আগে ফার্নওয়ার্থের উদ্ভাবিত ইমেজ ডিসেক্টর বা দৃশ্য বিভাজক যন্ত্রটির মধ্যে ওই কাটের স্লাইজটি ফেললেন ভ্লাদিমিরের শালক ক্লিফ গার্ডনার। এই গবেষণার অন্য অর্থ জুগিয়েছিলেন একজন মার্কিন শিল্পপতি জর্জ এভারসন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন গবেষণাগারে। ক্লিফ, কাচের স্লাইভটিকে ৯০ ডিগ্রি কেঁপে ঘুরিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে তাঁরা দেখলেন, পর্দার ওপর ওই সরলরেখর ছবিটি নড়ছে। এভাবেই সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিভিশন পিকচার টিউব-এর মাধ্যমে ছবিটি পাঠাতে সক্ষম হলেন ফিলো ফর্নওয়ার্থ ১৯৩৪ সালে জনসমক্ষে এই টেলিভিশন পিকচার টিউবের কার্যকর্তারা দেখালেন তিনি এই মন্ত্রের মাধ্যমে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ হলিউড অভিনেত্রী জোয়ান ক্রফোর্ডের অভিনীত কিছু চলচ্চিত্র দৃশ্যও দেখানো হয়। তবে আবেগে মোটেই ভেসে যাওয়ার লোক ছিলেন না ফার্নওয়ার্থ। সেই ঘটনাবহুল রাতেই তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন---যন্ত্রটিকে নিয়ে এতটা মাতামাতির কিছুই নেই। এর থেকেও আরও ভালো পিকচার টিউন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে পারবে।" এটি তো নিরহংকারী বিজ্ঞানসাধকের প্রতিভার ও বিনয়ের পরিচয়। এরপরেই, দুর্ভাগা তাড়া করতে শুরু করেন ফিলো কাসিওয়ার্থকে। তীর উদ্ভাবিত পিকচার টিউবের যাবতীয় বিক্রয়স্বত্ব বা পেটেন্ট দাবি করে ভ্লাদিমির ইলেকট্রন কণিকা পরিচালতি পিকচার টিউব যুক্ত টেলিভিশন সেট বিক্রি করতে শুরু করলেন। এতটাই অকৃতজ্ঞ তারা যে এই ব্যাপারে ফার্নসওয়ার্থকে তারা কিছুই জানাননি, বিক্রিত অর্থের ভাগ দেওয়া ভা দূরের কথা। অসহায় ফানসিওয়ার্থের সাহাযো এবার এগিয়ে এলেন তার প্রেরণাদাতা শিক্ষক জাস্টিন টুলম্যান। তিনি মামলা করলেন ফার্নওয়ার্থের উদ্ভাবিত পিকচার টিউব আর হিমেজ ডিসেক্র" যন্ত্রের মালিকনা ফিলো ফানতিয়ার্থকে লাযাভাবে পাইয়ে দেওয়ার জনা।

মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তার প্রির ছাত্রটি যে এই পিকচার টিউবের আসল রূপটি ইলেকট্রন কণিকার (পেরেছিলেন, সেটার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ নিয়ে এলেন টুলম্যান। শেষ হার মানলেন শিল্পপতি সার্ফি। ফিলো ফার্নসওয়ার্থের কাছে পিকচার টিউবের মালিকানা স্বত্ব বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থরাশি (পাছে দিলেন তিনি। দাদাজি কোগুদেও যেমন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের জীবনে ধ্রুবতার! হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি ফিলো ফার্নসওয়ার্থের বাধাগ্রস্ত জীবনতরণীকে শ্রোতের অনুকূলে চলতে সাহাযা রেডিও" কর্পোরেশন অব আমেরিকা থেকে ফিলো ফাওর্য়োর নামে অপবাদ দিয়ে বলা হয়, ওঁর মতো একজন "আধা-শিক্ষিত" মানুষ মোটেই টেলিভিশনের পিকচার টিউব তৈরি করেত পারেননি। বাধা হয়ে নিভৃতবাসী হলেন অনাতম অজ্ঞাত নায়ক। মানসিক অবসাদ আর ল্লায়বিক রোগের শিকার হয়ে জর্জিয়া থাকতে শুরু করলেন ফিলো টেলর ফাণশয়ার্থ। তাকে স্বাস্থ্যের অবনতির জনা হাসপাতালেও ভর্তি হতে হল। এদিকে এক অগ্নিকাণ্ডে মেইলের বাড়িটিও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সালটা ছিল ১৯৪৭। এর দশ বছর পরে "মিস্টার " নামে হোটাট'স মাই লাইন?' নামক দূরদর্শন অনুষ্ঠানে এলেন ফিলো ফাননিওয়ার্থ। তবুও সেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালকরাই জানতেন না তিনি পদার্থবিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর যন্ত্র উত্তাবন করেছেন। ফার্নসওয়ার্থ শুধু বলেছিলেন, একটি যন্ত্রণা শুনওয়ার যন্ত্র বানিয়েছি জামি।" কল্যাণে ফিলো ফার্নসওয়ার্থের সেই ইলেকট্রন রিলোদন-রোমার্চ-এক্সক্রুসিভ, নিউজ-শষাগৃহের নীল ছবি-মেগাসিরিয়াল-রিয়ালিটি (শায়ের পসরা সাজিয়েছে আমাদের সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে। অথচ আধুনিক যুগে সয়ের দিব্যচক্ষুকে নিয়ে আসা মানুষটিই রয়ে গেলেন কর্ণ বসুসেনের মতোই "নিস্ফলের, হতাশার দলে"।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালী দলের রাজ্য নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

হোস্টেল খোলার দাবিতে ঘেরাও বিশ্বভারতীর কর্ম সচিব

শান্তিনিকেতন, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : হোস্টেল খোলার দাবিতে উত্তাল বিশ্বভারতী । কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঢুকে কর্মসচিবকে ঘেরাও করল আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। পাল্টা পড়ুয়াদের সঙ্গেই মাটিতে অবস্থানে বসলেন কর্মসচিব । সোমবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ভবনের পঠনপাঠন বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভকারীরা। করোনা সংক্রমণ কমে যাওয়ার পর খুলেছে বিশ্বভারতীও। পঠনপাঠান স্বাভাবিক হলেও খোলেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের হোস্টেল। তাতেই প্রবল সমস্যায় পড়েছেন পড়ুয়ারা। হোস্টেল খোলা, অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া এবং মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক পেছোনোর দাবিতে ক্যাম্পাস স্তব্ধ করা ডাক আগেই দিয়েছিলেন পড়ুয়ারা। সেই হুঁশিয়ারি মত সোমবার সকাল থেকেই ক্যাম্পাসের রাস্তায় নেমে পড়ে ছাত্র ছাত্রীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, সঙ্গীতভবন, পাঠভবন, শিক্ষাভবন-সহ সমস্ত বিভাগের পঠনপাঠন বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা ।প্রথমেই গেটটপকে পাঠভবনের ভিতরে ঢুকে নবম শ্রেণীর ক্লাস বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা। পাশাপাশি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয় তারা। বেলা গড়াতেই আন্দোলন আরও জোরালো হয়। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ভিতরে ঢুকে পড়ে আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব আশিস আগরওয়ালকে তাঁর দফতরে ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু হয়। চেয়ার ছেড়ে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে মেঝেতে বসে পড়েন কর্মসচিব ও। কর্মসচিবের দফতরে ঢোকার সময় পড়ুয়াদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের রীতিমতো ধ্বস্তাধস্তি হয়। ছাত্রীদের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে।আন্দোলনরত বিশ্বভারতীর গবেষক ছাত্রী মীনাক্ষী ভট্টাচার্য বলেন, 'বিশ্বভারতী সিকিউরিটিরা মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে, আমার জামা ছিড়ে আমাকে হেনস্থা করা হয়েছে, ধিক্কার বিশ্বভারতীর সিকিউরিটিদের। 'উল্লেখ্য, বিশ্বভারতী খুললেও, হোস্টেল খোলা হয় নি। বিশ্বভারতীর একটা বড় অংশের পড়ুয়া বাইরে থেকে আসেন। তাঁরা ছাত্রাবাসে থেকে পঠন-পাঠন করেন ।কিন্তু হোস্টেল না খোলায় বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘর ভাড়া বেড়েছে লাগাম ছাড়া। তাতে চরম সমস্যায় পড়েন বাইরের ছাত্র ছাত্রীরা। বাধ্য হয়েই চড়া দামে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের। এভাবে চললে তাদের পক্ষে ক্লাস করা সম্ভব নয় বলে দাবি পড়ুয়াদের। পড়ুয়া দেবমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'হোস্টেল না খোলা হলে ছাত্রাছাত্রীদের খুব সমস্যা হচ্ছে। আমরা সব পঠনপাঠন বন্ধ করে দিয়েছি । অবিলম্বে হোস্টেল খুলতে হবে। না হলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

কাছাড়ের মুহিম আহমেদ ইউক্রেনে আবদ্ধ

ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কাতর আবেদন বাবার

কালাইন (অসম), ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কাছাড় জেলার অনন্তর্গত কালাইনের বাসিন্দা মেডিক্যালের ছাত্র মুহিম আহমেদ খান ইউক্রেনের এক হস্টেলে আটকে পড়েছেন। ছেলে মুহিম আহমেদকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে কাতর আবেদন জনিয়েছেন বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ইবাদুর রহমান খান ও তাঁর মা সহ পরিবারবর্গ।

এক রাশ উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে চার বছর আগে সুদূর ইউক্রেনের সুমি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এমবিবিএস কোর্সে ভরতি হয়েছিলেন মুহিম। সেই থেকে বিদেশের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থেকে নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র মুহিম আহমেদ খান। এতদিন সব ঠকঠাক চলছিল। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে চলমান ভয়ংকর যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে তীব্র জীবনাশঙ্কার মধ্যে হস্টেলে আটকে পড়ে বিপদের প্রহর গুণছেন মুহিম খান।

এ দিকে বিদেশের হস্টেলে আটকে যাওয়া মুহিমের করুণ এই পরিস্থিতিতে তাঁর পরিবারের লোকজনদের নাওয়া-খাওয়া উবে গেছে। দু-দেশের মধ্যে চলমান যুদ্ধের পরিবেশে ছেলের জন্য চরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন পরিবারের লোকজন। বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক ইবাদুর রহমান খান, মা শিক্ষিকা সাবিয়া খাতুন বড়ভুইয়াঁ, বোন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমবিবিএস কোর্সের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রী জেরিনা সুলতানা খান, নবম শ্রেণিতে পাঠরত ছোট ভাই মুনিম আহমেদ খান, বড় বোন নাজমিন সুলতানা খান সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের হস্টেল থেকে সুস্থ দেহে নিরাপদে মুহিমের ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। শিলচর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী বোন জেরিনা সুলতানা তাঁর ভাইকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ইতিমধ্যে দিল্লিতে ইউক্রেন অ্যাম্বেসির সাথে কয়েক দফায় যোগাযোগ করেছেন বলে জানিয়েছেন বাবা ইবাদুর রহমান খান। তিনি জানান, ছেলে যে হস্টেলে আটকে রয়েছে সেখান থেকে মাত্র ৭/৮ কিলোমিটার দূরে চলছে অহরহ গোলাগুলি ও আগ্নেয়াস্ত্রে বর্ষণ। কখন কী ঘটে তা বলা মুশকিল।

ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের হস্টেলে আবদ্ধ ছেলে মুহিমকে উদ্ধারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ইবাদুর রহমান খান। তবে কাছাড়ের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারংবার ফোন করে ছেলের বর্তমান অবস্থান ও আনুষঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা, জানিয়েছেন বাবা ইবাদুর রহমান। এই পরিস্থিতিতে ছেলেকে অক্ষত অবস্থায় বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীই শেষ ভরসা বলে জানান তিনি।

রাশিয়ান মদ বয়কট শুরু একাধিক দেশে

ওয়েশিংটন, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাব এবং ইউক্রেনের ওপর হামলার ঘটনায় একাধিক কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে আমেরিকা। এবার যুদ্ধের রেশ এসে পড়েছে মদের ওপর। বিরোধিতা করে রাশিয়ান মদের বয়কট শুরু হয়েছে একাধিক দেশে। জানা গিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বেশ কয়েকটি রাজ্য রাশিয়ান ব্র্যান্ডের মদ বয়কট করছে। পশ্চিমের দেশগুলির লাগাতার হুঁশিয়ারির পরও ইউক্রেনের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে রাশিয়া। রাশিয়ার আক্রমণে লণ্ডভণ্ড ইউক্রেন। একাধিক প্রতিবন্ধকতা আরোপ করেও আটকানো যাচ্ছে না রাশিয়াকে। রাশিয়ান ভদকা সমগ্র পৃথিবীতেই ভীষণ জনপ্রিয়। রাশিয়ার সারা বিশ্বে ভদকা রফতানি করে।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের প্রদেশের গভর্নর ক্রিস সুনুনু শনিবার জানিয়েছেন রাশিয়ায় তৈরি ও রুশ ব্র্যান্ডের কোনও মদ সেই প্রদেশের কোনও মদের দোকানে বিক্রি করা যাবে না। ওহিওর গভর্নরও একই ধরনের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। মদের দোকান গুলিকে রাশিয়ান ভদকা কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কানডার মদের দোকানগুলিতে তাদের মদ রাখায় জায়গা থেকে রাশিয়ান ভদকা এবং রাশিয়াতে তৈরি যাবতীয় মদ সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার অনুপ্রবেশের পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। কানডার সবথেকে জনবহুল প্রদেশ অন্টারিওতেও মদের দোকানগুলিকে রাশিয়ায় তৈরি ভদকার বোতল তুলে নিতে বলা হয়েছে। অন্টারিওর মোট ৬৭৯ টি স্টোর থেকে রাশিয়ার তৈরি ভদকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়িতে বিজেপির মিছিল ঘিরে উত্তেজনা, গ্রেফতার শংকর ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিজেপির মিছিল ঘিরে উত্তেজনা শিলিগুড়িতে। সোমবার শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপির একটি মিছিল হাসমি চক থেকে শুরু হয়ে সেবক রোড, বিধান রোড, মহাবীরস্থান হয়ে ফের হাসমি চকে শেষ হয়। মিছিলে শংকর ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি আনন্দময় বর্মন, বিজেপি নেতা নান্টু পাল সহ আরও অনেকে। মিছিল হাসমি চকে পৌঁছোতেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা।

এরপরই শংকর ঘোষ, আনন্দময় বর্মন সহ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের গ্রেফতার করে পুলিশ।ভোটে অশান্তি ও তৃণমূলের সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। সোমবার বনধের মিশ্র প্রভাব পড়েছে শিলিগুড়িতেও। এদিন দোকানপাট বন্ধ থাকলেও যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। উত্তরবঙ্গে বনধে বিক্ষোভে গ্রেফতার বিজেপির ২ বিধায়ক। ধৃত নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ। গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় নকশালবাড়ি থানায়। একইসঙ্গে গ্রেফতার বিজেপি কর্মীরা। গ্রেফতার হওয়ার পর গানে গানে প্রতিবাদ করেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। গ্রেফতার করা হয় বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকেও।

বিজেপির ডাকা বাংলা বনধে কোনও প্রভাব নেই বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৮ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রবিবার পুরভোটে বাংলা জুড়ে তৃনমূলের লাগামহীন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা ১২,ঘন্টার বাংলা বনধে কোনও প্রভাব পড়েনি বাঁকুড়ায় ।স্কুল কলেজ, অফিস আদালত, দোকান পাট সবই খোলা ছিল ।এক কথায় আর পাঁচটা দিনের মতই জীবনযাত্রা ছিল স্বাভাবিক। শুধুমাত্র বেসরকারি বাস চলাচল করেনি। কয়েকটি স্থানে বিজেপি কর্মীদের অবরোধ ছাড়া কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার ও কোনোও খবর নেই। সকাল থেকেই আর পাঁচটা দিনের মতই দোকানদাররা তাদের দোকান খোলেন ।সব্জি, মাছের বাজার ও তাই ।এপ্রসঙ্গে দোকানদারদের বক্তব্য বনধ করার জন্য কেউ তো কিছু বলেনি ।বিজেপি পিকেটিংও করেনি, তাদের পাত্তাই নেই, খামোকা দোকান বন্ধ রাখবো কেন? এদিন সকালে বিজেপির বিধায়ক নিলাদ্রী দানার নেতৃত্বে ভৈরবসান মোড়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয় ।এছাড়াও পোয়াবাগান,ধলডাঙ্গাতেও রাস্তা অবরোধ হয়। জেলার শিল্পাঞ্চল মেজিয়া বড়জোড়া তে ও জনজীবন ছিল স্বাভাবিক ।কলকারখানা গুলিতে উপস্থিতির হার আর পাঁচটা দিনের মতই ।মেজিয়ায় দর্লভপুরে বড়জোড়া শিল্প করিডোরে বিধায়ক সত্যনারায়ন মুখাজ্জীর নেতৃত্বে, শালতোড়ার বিধায়ক চন্দনা বাউরীর নেতৃত্বে গঙ্গাজলঘাঁটিতে ৬০নং জাতীয় সড়কে অবরোধ করা হয় ।ছাতনায় বিজেপি নেতা জীবন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র গাজোল

গাজোল, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করল মালদার গাজোলে। দু'দলের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত হয়েছে বেশ কয়েকজন। বিজেপির এক নেতা গুরুতর জখম। ঘটনায় দুই পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করেছে। মারামারির ঘটনার পর তৃণমূল কর্মীরা রাস্তায় থাকলেও বিজেপি কর্মীদের ঘটনাস্থলে দেখা যায়নি। সোমবার সকাল থেকেই বনধের সমর্থনে বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সকালে প্রথম অবরোধ হয় ময়নাতে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের জেরে আটকে যায় যানবাহন। বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনের নেতৃত্বে চলে অবরোধ কর্মসূচি। বনধের বিরুদ্ধে পথে নামে তৃণমূল। যদিও তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অন্যদিকে, কদুবাড়ি মোড় এলাকাতেও চলতে থাকে বিজেপির অবরোধ কর্মসূচি। সেখানেও দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনের অভিযোগ, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর আক্রমণ করেছে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থক। তারমধ্যে যুব সভাপতি মনোতোষ মণ্ডলের আঘাত গুরুতর। আমরা এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

৭ই মার্চ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু বুধবার পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ৭ই মার্চ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে। পরীক্ষা প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যেই একবার বৈঠক করেছেন মুখ্য সচিব ।মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ বার রেকর্ড সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে চলেছে। অন্তত তেমনটাই খবর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পরীক্ষা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে একপ্রস্থ বৈঠকও করেছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। নবান্ন সূত্রে খবর, ২ মার্চ আরও একদফা নবান্নে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হবে ।এ বারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ১১ লক্ষ পেরিয়েছে। শুধু তাই নয়, এ বারের ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যাই বেশি। ছাত্রদের তুলনায় এ বছর ছাত্রীদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি গত কয়েক বছরের সংখ্যাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে।

পর্ষদ সূত্রের খবর, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে মাধ্যমিক পরীক্ষায়। তাই এ বারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। যদিও ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কী তার প্রসঙ্গে বিশেষ কোনও যুক্তি দিতে নারাজ পর্ষদ ।এ বার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে বেড়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও। যদিও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক করেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেবেন। তার জন্য বেড়েছে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও।

গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত মণিপুর পুলিশের জনৈক জওয়ান

ইমফল, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মণিপুরের ৬০ সদস্যের দ্বাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটপর্ব চলাকালীন রাজ্য পুলিশের জনৈক জওয়ান নিজের সার্ভিস রাইফেলের গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যবরণ করেছেন। এদিকে এ ঘটনাকে নিছক দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) রাজেশ আগরওয়ালা। পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং এদিকে ঘটনার খবর দিয়ে সিইও রাজেশ আগরওয়ালা জানান, চূড়াচাঁদপুর জেলার টিপাইমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে সংঘটিত দুর্ঘটনাজনিত গুলিচালনায় মণিপুর পুলিশের জওয়ান নাওরেম ইবচৌবার মৃত্যু হয়েছে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণের সময় নির্বাচনী কর্তব্য পালন করছিলেন ইবচৌবা। কিন্তু অনবধানতাবশত পুলিশ জওয়ানের নিজের সার্ভিস রাইফল থেকে গুলি বেরিয়ে তাঁর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি কাকচিং জেলার বাসিন্দা। ঘটনার পর তাঁর মরদেহের ময়না তদন্তের জন্য ইমফলে সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রাজেশ আগরওয়ালা প্রমুখ।

পুরভোটে ২টি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যে ১০৮ টি পুরসভার ভোটে রবিবার প্রায় ১১ হাজার বুথে ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মাত্র ২টি বুথে পুনর্নির্বাচন হবে ।শ্রীরামপুরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ড, দক্ষিণ দমদমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে ফের ভোট হবে। কাল মাত্র এই ২টি বুথে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের। রাজ্য পালের সঙ্গে বৈঠকের পরেই কমিশন এই সিদ্ধান্ত নেয় বলে খবর সূত্রের। পশ্চিমবঙ্গে ভোটে সন্ত্রাসের সেই ভয়ঙ্কর চেনা ছবিটা রবিবারের নির্বাচনেও বদলায়নি। দিকে দিকে আক্রান্ত হন বিরোধী দলের প্রার্থী, এজেন্টরা রক্তপাতও হয়। গুলি-বোমা চালানোর অভিযোগ ওঠে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সাংবাদিকরা আক্রমণের শিকার হন। নানা জায়গায় গণতন্ত্রের উৎসবে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যায়। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের ১০৮ টি পুরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথ এবং ভোটগ্রহণকেন্দ্র থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর পাওয়া যায়। ভোটে ছাপ্পা থেকে শুরু করে ভুয়ো ভোটার, প্রার্থীকে বিবস্ত্র করার অভিযোগ, এমনকি প্রার্থীকে ধর্ষণ করার হুমকিরও অভিযোগ ওঠে। এই পুরভোটে সংবাদ মাধ্যম, সাংবাদিকদের উপরও নেমে আসে আক্রমণ। অভিযোগের তীর অবশ্যই শাসক শিবিরের দিকে। যদিও এইসব অস্বীকার করেছে শাসক শিবির। বিক্ষিপ্ত অশান্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাসক শিবিরের নেতারা অজুহাত দিয়েছে যে রাজ্যজুড়ে অশান্তি মাত্র ০.৩ শতাংশ। গতকালই পুরোভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে সরব হন বিরোধীরা।

হুগলিতে রেল অবরোধ উত্তরবঙ্গের বিক্ষোভ মিছিলে সুকান্ত

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের ১০৮ পুরসভার ভোটে ব্যাপক হিংসার অভিযোগ তুলে সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধ কর্মসূচিতে নেমেছে বঙ্গ বিজেপি। সপ্তাহের প্রথম দিন বনধের জেরে সমস্যায় নিত্যযাত্রীরা। সকাল থেকে বর্ধমান, হুগলিতে রেল অবরোধ করেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। তাতে আটকে পড়ে বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন। গন্তব্যে পৌঁছতে ব্যাপক অসুবিধার মধ্যে পড়েন নিত্যযাত্রীরা ।সকাল থেকেই কর্মসূচি সফল করতে অতিসক্রিয়তা দেখা গেল কিছু বিজেপি নেতা, কর্মীর মধ্যে। সাতসকালেই বালুরঘাট শহরে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা যায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলে পরিস্থিতি সামান্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া হুগলি, বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। সকাল থেকে অবশ্য বিজেপির বনধ ব্যর্থ করে সমস্ত পরিষেবা সচল রাখতে পালটা তৎপর প্রশাসনও। সরকারি বাস চলছে বেশি সংখ্যায়। হাওড়া, শিয়ালদহ শাখায় ট্রেন চলাচলও স্বাভাবিক।

হাওড়ার শানপুর মোড়ে বিজেপির অবরোধ দমনে সোমবার পুলিশ কড়া পদক্ষেপ নেয়। মিছিল থেকে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। নন্দীগ্রামেও বনধের ভাল প্রভাব পড়েছে। বন্ধ নন্দীগ্রাম-চণ্ডীপুর বাস চলাচল। এলাকায় চলছে না অটো, টোটোও। যদিও পরিবহণ সচল রাখতে আগেই পরিকল্পনা ছকেছিল প্রশাসন। সেইমতো যানবাহন চালাতে তৎপরতা রয়েছে পরিবহণ বিভাগের তরফেও। বিজেপির ডাকা বনধের প্রভাব পড়ে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের এলাকা বালুরঘাট ছাড়াও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি ছড়ায় সকাল থেকে। সেখানে সরকারি বাস আটকানোর চেষ্টা করেন বনধ সমর্থনকারীরা। তাতে পুলিশ বাধা দিলে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। তবে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট হয় পুলিশ ।বালুরঘাট শহরে বিজেপির মিছিল থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক, লাঠিচার্জ করা হয় বলে খবর। তার প্রতিবাদে রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ করেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ দলদাসের মতো কাজ করছে।

বহরমপুরে বিক্ষোভের মুখে অধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পুরভোটের অশান্তির আঁচ সোমবারও অব্যাহত। বহরমপুরে তা টের পেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেখানে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলার খবর পেয়ে গিয়েছিলেন অধীর। সেখানে তাঁকে ঘিরেই বিক্ষোভ দেখানো হয় ।সোমবার সকালে বহরমপুর সদর হাসপাতাল চত্বরে এই ঘটনা ঘটে। পুরভোটের অশান্তি নিয়ে এ দিনও সেখানে ঝামেলা চলে দুই দলের মধ্যে। খবর পেয়ে বেলার দিকে সেখানে পৌঁছন অধীরবাবু। কিন্তু তাঁকে দেখে উত্তাপ আরও ছড়ায়। পুলিশ এবং নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও, তাঁর বিরুদ্ধে ধ্বনি তোলেন তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা। এমনকি ভিড়ের মধ্যে থেকে তাঁকে ঝাঁটা এবং ঝাড়ুও দেখানো হয় ।প্রসঙ্গত, পুরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সোমবার রাজ্য জুড়ে ১২ ঘণ্টার বনধ করছে বিজেপি। বনধ সফল করতে রাজ্যের সর্বত্র বিজেপি কর্মীরা পথে নেমেছেন। সকাল থেকে বালুরঘাট, তপন থেকে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে আসছে। রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিও হয়েছে তাঁর। রবিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরেও যায় বিজেপি-র প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন রাজ্য নেতা শিশির বাজোরিয়া, বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। কমিশনে চিঠি দিয়ে ১০৮ পুরসভার ভোটই বাতিলের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা স্থগিত থাকবে

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা স্থগিত থাকবে বলে সোমবার এক নির্দেশিকা জারি করলেন সিভিল এভিয়েশনের মহাপরিচালক (ডিজিসিএ)।গত ২৬ নভেম্বর তারিখের বিজ্ঞপ্তির আংশিক পরিবর্তনে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত ভারতে থেকে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক যাত্রী পরিষেবা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা আন্তর্জাতিক অল-কার্গো অপারেশন এবং ডিজিসিএ দ্বারা বিশেষভাবে অনুমোদিত বিমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলে এদিন বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক ডিজিসিএ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে। সংস্থা আরও বলেছে, ভারতে নির্ধারিত আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ফ্লাইটের উপর নিষেধাজ্ঞা এই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর ছিল।কোভিড মহামারীর কারণে তা ২৩ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হল, তবে থেকে ভারতে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটগুলি স্থগিত করা হয়েছে, তবে আন্তর্জাতিক অল-কার্গো অপারেশন আগের মতই কাজ করবে।

মোরারজি দেশাইকে শ্রদ্ধা জানালেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.): ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মোরারজি দেশাইকে শ্রদ্ধা জানালেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন লোকসভার স্পিকার।এদিন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভি. মুরলীধরন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই অনুষ্ঠানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত মোরারজি দেশাইকে শ্রদ্ধা জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যসভার মহাসচিব শ্রী পিসি মোদীও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে মোরারজি দেশাইয়ের প্রতিকৃতিটি উন্মোচন করেছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ক্যালোরি গ্রহণ কমালে কি আয়ু বাড়বে?

ক্যালোরি গ্রহণের মাত্রা কমালে তা বার্ধক্যজনিত রোগ ব্যধির ঝুঁকি কমায়। এমনকি তা মানুষের আয়ু বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে এমন তথ্য জানা যায়।

গবেষকরা জানান, দুই বছরের জন্য দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের পর ১৫ শতাংশ কমিয়ে আনলে মানুষের পরিপাক ক্রিয়াও ধীরগতি লাভ করে। এর ফলে দেশের শক্তি অপচয় এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস পায়। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মূলত কোষ ধ্বংস হয়। আর এই ধীরগতিতে পরিপাক ক্রিয়া ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসহ হ্রাস ডায়াবেটিস ক্যানসারের মতো বিভিন্ন বার্ধক্যজনিত রোগের ঝুঁকিও কমাতে সহায়ক।

গবেষকরা ৫৩ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর ক্যালোরির প্রভাব পরীক্ষা করেন। এদের প্রথমে দুই দলে ভাগ করা হয়। একদলকে স্বাভাবিক পরিমাণের ক্যালোরিগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়, অপর দলের জন্য ক্যালোরি গ্রহণেণ মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেন গবেষকরা।

দুই বছর পর তাদের পরীক্ষাগারে হাজির করা হয়। দেখা যায়, যারা ক্যালোরি কম গ্রহণ করেছেন তারা গড়ে ২০ পাউন্ড করে ওজন হারিয়েছেন। তাছাড়া স্বাভাবিকের তুলনায় তারা দৈনিক ৮০ থেকে ১২০ ক্যালোরি কম খরচ করছেন।

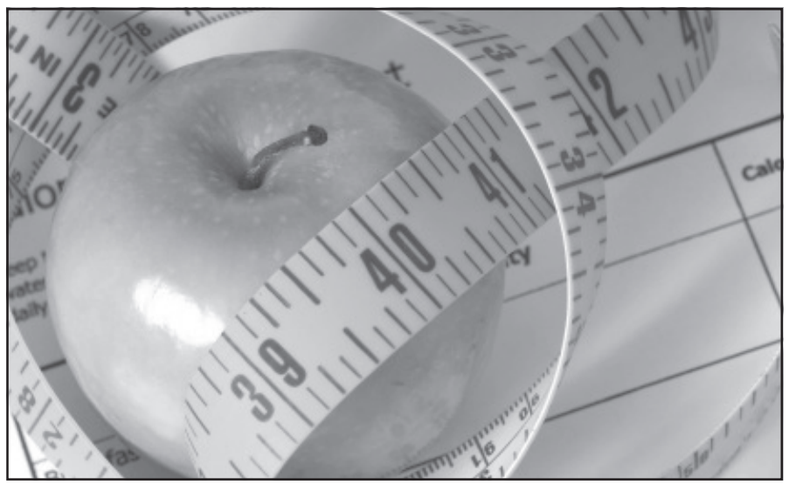

গবেষকদের মতে, ধীরগতির পরিপাকক্রিয়ার কারণেই অন্যদের তুলনায় কার্যকরী উপায়ে তারা ক্যালোরি খরচ করতে পারছেন।

পাশাপাশি তাদের অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হার কমে গেছে।

গত দু'বছরে তাদের মধ্যে হজম সংক্রান্ত রোগ কমক দেখা দিয়েছে। রক্তস্বল্পতা বাহাড়ের ক্ষয়রোগও দেখা দেয়নি কারো। নারীদের মধ্যে মাসিকের তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা ঘটেনি।

গবেষকরা বলেন, তুলনামূলক কম ক্যালোরি গ্রহণ মানুষের মধ্যে রোগ ব্যাধির ঝুঁকি কমিয়েছে এটা সত্যি, কিন্তু মাত্র দুই বছরে প্রাপ্ত তথ্য এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যথেস্ট নয়। ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরওঅনেক গবেষণার। প্রয়োজন।

ক্যালোরি গ্রহণের সঙ্গে মানুষের আয়ুর সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণাটি পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের লুসিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিকেল রিসার্চ সেন্টারের গবেষকরা। 'সেল মেটানোলিজম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করে জার্নাল 'সায়েন্স ডাইরেক্ট'।

স্মরণ শক্তি বাড়ানোর কিছু বৈজ্ঞানিক কৌশল

আমরা অনেক সময় অনেক কিছু মনে রাখতে পারি না, ভুলে যাই। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা কোনো কিছু কিনতে গেলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে। কারো ক্ষেত্রে কম, কারো ক্ষেত্রে বেশি। সবার মনে রাখার ক্ষমতা বা স্মরণশক্তি এক রকম থাকে না। আমরা গ্রিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ তথ্য পাই যে মানুষের মস্তিষ্কের ১৪ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা ইলেকট্রো কেমিক্যাল চক্র তৈরি করে, একে এনগ্রাম বলে। প্রতিটা এনগ্রাম এর পথই হল স্মরণশক্তি। জেনেটিক বিজ্ঞানীরা বলেন, পিতামাতার স্মরণশক্তি বা মেধাশক্তি বেশি থাকলে সন্তানরাও সে রকম হয়। এজন্য স্মরণশক্তির বংশগতির বৈশিষ্ট্যের একক জিনের ওপর শতকরা ৬০ ভাগ নির্ভরশীল। বাকি ৪০ ভাগগ পরিবেশ, পুষ্টিকর খাদ্য ও মস্তিষ্কের চর্চার ওপর নির্ভর করে। গবেষকদের মতে, কোনো শিশু কম বুদ্ধি বা কম স্মরণশক্তিসম্পন্ন জিন বহন করলেও ভালো পরিবেশের কল্যাণে বালো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে। সুতরাং সহায়ক পরিবেশ পেলে এবং মস্তিষ্কের কিছু চর্চা করলে স্মরণশক্তি বাড়ানো সম্ভব। জেনে নিন স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার কিছু কৌশল।

আয়ুর্বেদিক উপায় —

প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বেশ কিছু উপায় রয়েছে। যেমন কচি বেলপাতা খাঁটি ঘিয়ে ভেজে খেলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আবার ব্রাহ্মী শাক এমন একটি ভেষজ উপাদান, যা স্মরণশক্তি বৃদ্ধির নানা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

মস্তিষ্ককে সজীব করার একটি আয়ুর্বেদিক উপায় হল দশটি কাঠ বাদাম, দুটি ছোট সাদা এলাচ, দুটি শুকনো খেজুর একটি মাটির পাত্রে আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরের দিন সকালে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা বের করে শুকনো খেজুরের বিচি বের করে এক সাথে ৩০ গ্রাম চিনির সাথে মিহি করে বেটে নিতে হবে। এ মিশ্রণ ২৫ গ্রাম মাখনের সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন খেলে মস্তিষ্ক সজীব থাকে এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ব্যায়াম করুন --- জানেন কি নিয়মিত ব্যায়াম স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে? বিশেষ করে অ্যারোবিকস ব্যায়াম এক্ষেত্রে বেশি সহায়ক। তালে তালে নির্দিষ্টভাবে ব্যায়াম করতে হয় বলে তা মস্তিষ্কের চর্চারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পদ্ধতি মেনে রাখতে মস্তিষ্ক চাপ প্রয়োগ হয়।

ফলে স্মরণশক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। আবার যোগব্যায়ামও স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যোগব্যায়ামের কিছু আসনে মস্তিষ্ক পূর্ণ বিশ্রাম পায়। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মনে রাখার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

পুষ্টিকর খাবার খান —

পুষ্টিকর খাবার স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে অনেকাংশে সাহায্য করে। মাতৃগর্ভে থাকার সময় শিশুর মস্তিষ্ক গঠনে বিশেষ কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়. গর্ভবতী মা যদি পুষ্টিকর খাবার খান তাহলে মস্তিষ্ক যথাযথভাবে গঠিত হয়। আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাবার এব্যাপারে সাহায্য করে। সয়াবিন, দুধ, যকৃত, বাদাম, মাখন ইত্যাদিতে রয়েছে বিশেষ উপাদান কোলিন। সাইনাপসে তথ্য আদান প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হচ্চে কোলিন। কাবার থেকে এই উপাদান পাওয়া যায় ব লে স্মরণশক্তি বৃদ্ধিতে পুষ্টিকর খাবারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

মনোযোগ দিন — কোনো বিষয় মনোযোগ দিয়ে শিখলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হয়। তাই কোনো পড়া বা কাজ শেখার সময় যথেষ্ট মনোযোগ দিন। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। তাই এর চর্চা করলে সহজেই স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মস্তিষ্ককে বিশ্রাম দিন — মস্তিষ্কে চাপ প্রয়োগ করে বা জোর করে মনে করার চেষ্টা করার পরও যদি কিছু মনে না প ড়ে তাহলে মস্তিষ্কে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিন। অন্য কিছু ভাবুন বা ওই প্রসঙ্গ থেকে একেবারেই সরে আসুন। এতে কিছুক্ষণ পর প্রয়োজনীয় বিষয়টি নিজে থেকেই মনে পড়ে যাবে। কোনো কিছু স্মরণ করার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।

শুনুন, পড়ুন এবং লিখুন --- কোনো কিছু শেখার সময় বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে শুনলে মনে রাখা সহজ হয়। এ কারণেই ক্লাসে শিক্ষকের লেকচারশুনলে বি ষয়টি সহজেই আত্মস্থ করা যায় এবং মনে রাখা যায়। তাই কোনো কিছু পড়ার সময় জোরে জোরে কয়েকবার পড়ুন এতে মনে রাখা সহজ হবে। পড়ার পর তা লিখলে আমাদের মস্তিষ্ক তার একটি ছবি তৈরি করে ফেলে। ফলে বিষয়টি তুলনামূলক সহজে মনে পড়ে য তাই কোনো কিছু পড়ার পর তা লেখার অভ্যাস করুন।

ডেঙ্গু-এর প্রভাব বাড়ছে

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ক্যান্সার জাতীয় কোন অসুখের উপসর্গ মাত্র। সিংহভাগ জ্বরই ভাইরাস সংক্রামিত এবং তা চিকিৎসা না করালেও ভাল হয়ে যায়। ভাইরাসবাহিত জ্বর সাধারণত ৫ থেকে ৮ দিন স্থায়ী হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত জ্বর সারাতে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয়। সময়মতো কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা না করালে এ জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। তবে জ্বর যদি ৩ সপ্তাহের চেয়ে বেশি স্থায়ী হয় তবে তাকে বলা হয় পি.ই উ. ও (পাইরেক্সিয়া অব আননোন অরিজিন)। জ্বরকে ইংরেজিতে পাইরেক্সিয়া বা ফিভার বলা হয়। যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, হৃদপিণ্ডের ভালভে প্রদাহ, শরীরের কোনো জায়গায় পুঁজ জমে যাওয়া, লিম্ব গ্র্যান্ড বা গ্রন্থির ক্যান্সার, লিউকেমিয়া কিংবা রক্তকণিকার ক্যান্সারের কারণে জ্বর ৩ সপ্তাহের চেয়েও বেশি স্থায়ী হতে পারে।

জ্বরের কোন সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নেই। তবে শরীরের তাপমাত্রা যদি ৯৯.৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৩৭.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) এর বেশি হয় তাকে জ্বর বা ফিভার বলা হয়। সারাদিন রাতে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা, কখনও স্থির থাকে না। সকালের দিকে তাপমাত্রা কিছটা কম থাকে এবং বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে স্বাভাবিক মানুষের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পায়।

জ্বর মাপতে হয় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত মুখগহ্বর বা পায়ুপথে থার্মোমিটার রেখে জ্বরের তীব্রতা মাপা হয়। বগলে কখনো তাপমাত্রা মাপা উচিত নয়, কারণ বগলের তাপমাত্রা কখনো অন্তস্থ তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারে না। মুখগহ্বরের তাপমাত্রা পায়ুপথের তাপমাত্রা থেকে ০.৭ ডিগ্রি ফারেনহাইট কম হয়।

জ্বরের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। বেশির ভাগ জ্বরেরই কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। কারণ অজ্ঞাত থাকার জন্য চিকিৎসা নিয়েও বিভ্রান্তি । তবে জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে বিস্তৃত ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যায়। জ্বর এ মাপের ও বেশি স্থায়ী হলে টিবি কিংবা কালাজ্বরের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

ডেঙ্গু ঃ মাত্র ক'বছর আগেও বাংলাদেশে এই রোগটি ছিল অপরিচিত। কিন্তু এই ভাইরাস পরিবাহিত রোগটি ইদানীং সব মানুষের কাছে একটি আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। ডেঙ্গু একটি ভাইরাস সংক্রামিত রোগ। এ পর্যন্ত চার প্রকারের ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো ডেন ১, ২, ৩ ও ৪। এডিস অ্যাজেপটি নামের এক প্রকার মশার কামড় থেকে এ রোগটি বিস্তৃতি লাভ করে। এ রোগের সুপ্তিকাল ২-৭ দিন।

উপসর্গ অনুযায়ী ডেঙ্গুকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। * উপসর্গবিহীন ডেঙ্গু জ্বর, * ডেঙ্গু ফিভার, * ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার।

এই তিনটি পর্বের মধ্যে ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার হলো সবচেয়ে মারাত্মক। এর থেকে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। হিমোরেজ কথার অর্থ হলো রক্তক্ষরণ। প্রথম পর্বের ডেঙ্গুতে তেমন কোন উপসর্গই থাকে না। রোগী বুঝতেই পারে না, তখন যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলো আর কখনইবা রোগটি ভাল হয়ে গেল।

ডেঙ্গু ফিভার ঃ জ্বর দিয়ে এই পর্বের ডেঙ্গু প্রথম শুরু হয়। জ্বরের সাথে যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো ঃ * মাথা ব্যথা, * শরীর ব্যথা, * ত্বকের মধ্যে লালচে ফুস্কুরি ওঠা * চোখের পেছনে ব্যথা।

এই অসুখে রক্তের শ্বেতকণিকা এবং প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে দেয়। তাই অনেক সময় ডেঙ্গুকে ব্রেক বোন ফিভার বা হাড় ভাঙা জ্বর বলা হয়। অনেক সময় ডেঙ্গুতে দুই বার রোগীর জ্বর হতে পারে। দেখা গেল মাঝখানের দু'তিন দিন রোগীর কোন জ্বরই নেই। সাধারণত চতুর্থ এবং পঞ্চম দিন অনেক রোগীর দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম দিন থেকে দেহের তাপমাত্রা দ্বিতীয় বারের মতো আবার বাড়তে শুরু করে। ডেঙ্গু জ্বর একদম ভাল হয়ে যাওয়ার পরও রোগী পরবর্তী দু'তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত অবসাদে ভুগে থাকে।

ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিচার ঃ ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গের সাথে ত্বকের নিচে রক্তপাত, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্তপাত অথবা পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হলে তাকে হিমোরেজিক ডেঙ্গু বলা হয়। এসব রোগীর হাতে ব্লাড প্রেসার মাপার সময়, যদি প্রেসার বাড়িয়ে বস্তুটি পাঁচ মিনিট যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয় তবে ত্বকের নিচে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট ছোট রক্তপাত দৃশ্যমান হয়। এটি রোগ শনাক্তকরণের একটি পদ্ধতি। একে বলাহয় পজেটিভ টরনিকুয়েট টেস্ট। এছাড়া ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারে রক্তে প্ল্যাটিলেট বা অণুচক্রিকার সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। স্বাভাবিক একজন মানুষের রক্তে দেড় থেকে তিন লাখের মতো অণুচক্রিকা থাকে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের আরেকটি জটিলতা হলো রক্তনালি থেকে রক্তের জলীয় অংশ বা প্লাজমা টিস্যুতে বের হয়ে আসা। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুক বা পেটে জল জমে যেতে পারে। প্লাজমা স্বল্পতার জন্য রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়। রক্তকণিকার আপেক্ষিক ঘনত্ব বেড়ে যাওয়াকে বলা হয় হাই হিমাটোক্রিট। ডেঙ্গু হিমোরেজিক কিভাবে সাধারণত হিমাটোক্রিট স্বাভাবিকের চেয়ে ২০ শতাংশ বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু শক সিনড্রোম ঃ ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারের সাথে রোগীর যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলো থাকে তবে তাকে বলা হয় ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। এটি হলে ডেঙ্গু রোগীর সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ। যেসব উপসর্গগুলো দেখলে বুঝা যায় রোগীর ডেঙ্গু শক বা অভিঘাত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ * অস্থিরতা, * দ্রুত এবং দুর্বল নাড়িগতি * রক্তচাপের সিস্টোলিপ ও ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসারের ব্যবধান যদি ২০ মিলিমিটার অব মারকারির চেয়ে কমে যায়। সাধারণত এ ব্যবধান ৪০ মিলিমিটার অব মারকারির মতো হয়ে থাকে। * হাত-পা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডেঙ্গু রোগের তিনটি ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ * ফেবরাইল বা জ্বরকালীন সময়— ১-৭ দিন, * অ্যাফেবরাইল ফেইস বা জ্বর সেরে যাওয়ার অব্যাহতি সময় ২-৩ দিন, * কনভ্যালেসেন্ট ফেইস বা রোগমুক্তিকাল-৭-১০ দিন।এই তিনটি ধাপের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক সময় হলো দ্বিতীয় ধাপ বা অ্যাফেবরাইল ফেইস। জ্বর ভাল হয়ে যাওয়ার পর দুতিনদিন এই স্তরটি স্থায়ী হয়। ডেঙ্গু জ্বরের প্রায় সব রকমের জটিলতা এই সময়টিতে শুরু হয় এবং তা কখনো কখনো রোগীর মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভারকে ৪টি গ্রেডে ভাগ করা হয়। গ্রেড-১ ঃ এই পর্যায়ে রোগীর জ্বরের সাথে মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, চোখ ব্যথা এবং শরীরে ফুস্কুরি দেখা দেয়। রক্তে প্ল্যাটিলেটের সংখ্যা এক লাখের নিচে নেমে যায়। গ্রেড -২ ঃ গ্রেড ওয়ানের উপসর্গগুলোর সাথে যদি রক্তপাত দৃশ্যমান হয় তবে তাকে বলা হয় গ্রেড টু ডেঙ্গু জ্বর। গ্রেড -৩ ঃ এ পর্যায়ে রোগীর নাড়ি গতি চঞ্চল হয় এবং ব্লাড প্রেসার কমে যায়।

রোগ নির্ণয়ে সংকোচ করবেন না

চিকিৎসকের কাছে কিছু গোপন করবেন না। তিনি আপনার প্রয়োজনীয় শারীরিক ও রক্ত পরীক্ষা করে বলে দেবেন এর কারণ। একাধিক রক্ত পরীক্ষার কথা চিকিৎসক বললে ঘাবড়ে যাবেন না। কারণ টেসটোসটেরন মাত্রা দিনভেদে বা একই দিনে সময়ভেদে তারতম্য ঘটে।

চিকিৎসক ও আপনি

চিকিৎসককে সব কিছু বলুন। হতে পারে যা আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে না, সেটাই চিকিৎসকের কাছে একটি জরুরি তথ্য। আপনার অতীত ও বর্তমানের সব রোগের কথা বলুন। শৈশবের কোনো রোগ যেমন মাম্পস আপনার আজকের এ অবস্থার জন্য দায়ী হতে পারে। যে সব ওষুধ যা ইদানীং খেয়েছেন তা জানান। আপনার এ সমস্যা কোনো ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে হতে পারে।

পারিবারিক বা অন্তঃসম্পর্কের সমস্যা যেমন যৌন সমস্যা বা খিট খিটে মেজাজ ইত্যাদির কথা চিকিৎসককে বলুন।

জীবনে কোনো বড় পরিবর্তন এসে থাকলে তার কথা জানান। যেমন ডিভোর্স, বিয়ে ইত্যাদি।

দাদা / দাদির বা নানা / নানির পরিবারের কোনো সদস্যের জেনেটিক সমস্যা থাকলে তা জানান।

মানসিক সমস্যায় ভুগলে তা খুলে বলুন। শারীরিক পরীক্ষা: লজ্জা পাবেন না। আপনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন পেশাজীবীর সাহায্য নিচ্ছেন ভয়ের কিছুঞ নেই। চিকিৎসকে আপনার দেহে লোম ও চুলের পরিমাণ দেখতে দিন।

স্তন, প্রোস্টেট পরীক্ষায় সহায়তা করুন। শুক্রাশয়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা দেখতে দিন। অন্ডকোষ ও পুরুষাঙ্গের কোনোসমস্যা আছে কিনা তা দেখতে দিন।দৃষ্টিশক্তির ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট করান। দেহের পেশী ও চর্বির পরিমাণ দেখতে দিন। অন্যান্য যা যা চিকিৎসক চান সেভাবে তাকে আপনার দেহ পীক্ষা সহায়তা করুন।

চিকিৎসা না করালে যা হবে

সময়মতো উপযুক্ত চিকিৎসা না নিলে বন্ধ্যাত্ব, হৃদরোগের ঝুঁকি ও হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। সেই সঙ্গে লক্ষ্মণসমুহের স্থায়ীত্ব তো বোনাস পাওনা। স্বাভাবিক টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষের তুলনায় কম টেসটোসটেরন যুক্ত পুরুষ ৩৩ শতাংশ বেশি মৃত্যু ঝুঁকির সম্মুখীন হন।

কম টেসটোসটেরনজনিত যৌন ইচ্ছা কমে যাওয়া, যৌন দুর্বলতা ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারেন না। যা পরবর্তীতে তাদের পেশীর পরিমাণ হ্রাস , হাড়ের ঘনত্ব কমিয়ে সার্বিক দৈহিক শক্তিমত্তায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। মানসিক স্বাস্থ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে কেউ যদি ৪৫ বছর বয়সে তার ২৫ বছর বয়সের দৈহিক সক্ষমতা পুরুদ্ধারের জন্য টেসটোসটেরন বাড়াতে চান, তা সম্ভব নয়। একইসঙ্গে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়াবার ওষুধ প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা বিপদজ নক।

রক্তে কম টেসটোসটেরন, ঠিক কতটা কম? সমাজে এমন বহু পুরুষ আছেন যারা জানেন না তাদের রক্তে টেসটোসটেরন মাত্রা কম। এমনিতেই বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের টেসটোটেরন মাত্রা কমতে থাকে। ৫০ বছরের উর্ধ্বে ৩০ শতাংশের পুরুষের রক্তে ২৫০ ন্যানোগ্রাম/ ডেসিলিটারের কম টেসটোসটেরন পাওয়া গেছে এক গবেষণায়। কম টেসটোসটেরন বলাতে তাই এর উপরের সীমা আছে ৩০০ ন্যানোগ্রাম / ডেসিলিটার। কিন্তু নিচের কোনো সীমা নেই।রক্তে টেসটোসটেরন কমলে যা করবেন উপরের লক্ষণগুলো দেখে যদি সন্দেহ করেন আপনার টেসটোসরেটন কম থাকতে পারে তবে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি কারণ খুঁজে দেখবেন। কারণটির চিকিৎসা আগে শুরু করবেন। যেমন, যদি ডায়াবেটিসের জন্য টেসটোসটেরন কমে গিয়ে থাকে, তবে প্রথমে ডায়াবেটিসের চিকিৎসাকে গুরুত্ব দেবেন। কাজেই চিকিৎসককে রক্তে টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধের জন্য পীড়াপীড়ি করবেন না। টেসটোসটেরন স্বল্পতার চিকিৎসার নীতিমালা প্রথমেই টেসটোসটেরন বাড়ানোর ওষুধ দেওয়া বিরোধী। আপনি চটকদার বিজ্ঞাপন বা বিভিন্ন হারবাল ওষুধের কথা প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এসব সহজলভ্য ওষুধের গুণগত মানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল যেকোনো ওষুধ সেবনকারীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আপনার মূল্যবান যৌন জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকি নেবেন না।

সোমবার আগরতলায় সিপিএম নেতা সুদর্শন দাসের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি নিজস্ব।

বিজেপির ডাকা বনধের মিশ্র প্রভাব উত্তরবঙ্গে

পারডুবি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সোমবার বিজেপির ডাকা বনধের মিশ্র প্রভাব পড়ল উত্তরবঙ্গ জুড়ে। ভোটে অশান্তি ও শাসকদলের সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।বনধে মিশ্র প্রভাব পড়ল মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি, এগারোমাইল, হিন্দুস্তান মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায়। যদিও বনধের বিরোধীতা করতে রাস্তায় নামে তৃণমূল।

রবিবার পুরভোটে সকাল থেকে রাজ্যের বিরোধী দলের প্রার্থীকে মারধর, এজেন্টকে বের করে দেওয়া, ছাপ্পা ভোট, ইভিএম ভাঙচুর, বোমাবাজি সহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সরব হয়েছিল বিজেপি। সেই সঙ্গে ভোটে অশান্তি ও শাসকদলের সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।সোমবার বিজেপির ডাকা বনধের মিশ্র প্রভাব পড়ল উত্তরবঙ্গ জুড়ে। বনধে মিশ্র প্রভাব পড়ল মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি, এগারোমাইল, হিন্দুস্তান মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায়। যদিও বনধের বিরোধীতা করতে রাস্তায় নামে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, বিজেপির অবৈধ বনধের বিরোধীতা করা হবে। অন্যদিকে, ব্লকজুড়ে প্রশাসনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।বিজেপির ডাকা বনধের মিশ্র প্রভাব পড়ল শিলিগুড়িতে। এদিন সকাল থেকে দোকানপাট বন্ধ থাকলেও যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বনধ থেকে সফল করতে রাস্তা অবরোধ বিজেপির। বালুরঘাটের ট্যাংক মোড়ে পথ অবরোধ করে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি কর্মী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের।কোচবিহারে বনধের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে। পুণ্ডিবাড়িতে বিজেপি জেলা সভাপতি নিজেই কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বনধকরাতে নেমেছে। দোকানপাট, হাটবাজার খোলা পাশাপাশি যাত্রীবাহী গাড়ি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত গাড়ি চলছে।

আলিপুরদুয়ারে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা। হাটবাজার দোকানপাট খোলা। বাস অটো টোটো চলছে। কামাখ্যগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু দোকানপাট বন্ধ থাকলেও অধিকংশই খোলা। অন্যদিকে, জয়গাঁ মঙ্গলাবাড়ি এলাকায় সোমবার পাঁচজন বনধ সমর্থনকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সোমবার সকালে জয়গাঁ এলাকায় বনধের সমর্থনে পথে নামে বিজেপি সদস্যরা। পরবর্তীতে জয়গাঁ থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে বনধ তুলে দেয় এবং বনধ সমর্থনকারীদের গ্রেপ্তার করে। বিজেপির কালচিনি বিধায়ক বিশাল লামা জানান রাজ্যে জুড়ে সন্ত্রাস চলছে। মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে মিশ্র প্রভাব আলিপুরদুয়ারে। বিজেপির ডাকা বনধে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিল। এদিন সকাল থেকেই বনধের সমর্থনে প্রচারে নামেন মাদারিহাটের বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা।ঘোকসাডাঙ্গা সহ মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকে মিশ্র সাড়া। সরকারি বাস চলছে, তবে বেসরকারি বাস রাস্তায় নামেনি। বেশকিছু হাটে বাজারে দোকানপাট বন্ধ। আবার বেশ কিছু এলাকায় খোলা। স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, খোলা। বনধের সমর্থনে মিছিল বের করে বিজেপি। অন্যদিকে, বনধের বিপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস মিছিল বের করে। এখন পর্যন্ত কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।এদিকে বনধকে কেন্দ্র করে মালদায় তুমুল অশান্তি দেখা যায়। গাজোলের বিজেপি বিধায়ক চিন্ময় দেববর্মন ঘটনাস্থলে এলে উত্তেজনা ছড়ায়। সংঘর্ষ বেধে যায় দুপক্ষের। সংঘর্ষে মাথা ফাটে বিজেপি কর্মীর।

মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজের আর্জি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিধায়ক মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগের দাবিতে এ বার কলকাতা হাই কোর্টে গেল বিজেপি। পদ্ম শিবিরের দাবি অবশ্য একই থাকছে মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজ করতে হবে। যা এর আগে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নেননি। বদলে জানিয়ে দিয়েছিলেন, মুকুলবাবুর বিধায়ক পদ খারিজ করা হবে না, কারণ তিনি বিজেপি-তেই আছেন।স্পিকারের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এ বার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি করা হয়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলাটি গ্রহণও করেছে। চলতি সপ্তাহেই শুনানি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে দলত্যাগ বিরোধী আইন প্রয়োগের মামলাটি এর আগে সুপ্রিম কোর্টে করেছিল বিজেপি। মুকুলবাবু বিজেপি-তেই আছেন জানিয়ে বিধানসভার স্পিকার যে রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শীর্ষ আদালতে মামলা করেন। কিন্তু গত শুক্রবার শীর্ষ আদালত ওই মামলা প্রত্যাখ্যান করে জানিয়ে দেয়, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা স্পিকারের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যদি মামলা করতে হয়, তবে শুভেন্দু কলকাতা হাই কোর্টে ওই মামলা করতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের সেই পর্যবেক্ষণ মেনে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। হাই কোর্টকে এই মামলার শুনানি শেষ করতে হবে এক মাসের মধ্যে।উল্লেখ্য, বিধানসভা স্পিকারের অধীনে এ সংক্রান্ত মামলাটি থাকাকালীন মুকুলের আইনজীবীরা জানিয়েছিলেন, কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক এখনও বিজেপি-তেই আছেন। পরে স্পিকারও সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় জানিয়ে দেন, "দলত্যাগ বিরোধী আইনে মুকুল রায়ের বিধায়ক পদ খারিজের যে আবেদন করা হয়েছিল, তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ মেলেনি। তাই আবেদন খারিজ করা হচ্ছে। কারণ উক্ত বিধায়ক বর্তমানে বিজেপি-তেই আছেন।" এর পরই সুপ্রিম কোর্টে মুকুলের বিধায়ক পদ খারিজ করতে চেয়ে আবেদন করেন শুভেন্দু। এমনকি মুকুলকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও মামলা হয়।

রাশিয়াকে সাহায্য করার জন্য ইউক্রেনে সেনা পাঠাতে পারে বেলারুশ

মিন্সক, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইউক্রেনের যুদ্ধ আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সোমবার জানা যায়, ইউক্রেনে হানাদার রুশ সেনাকে সাহায্য করার জন্য যেতে পারে বেলারুশের সেনা। এর আগেই রাশিয়াকে সমর্থন করেছে বেলারুশ। ওই দেশে রুশ সেনা সমাবেশ করা হয়েছে। বেলারুশের সেনা ঘাঁটি থেকে ইউক্রেনে হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী। তবে এখনও পর্যন্ত বেলারুশের সেনা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়নি।জানা গিয়েছে, বেলারুশে ইউক্রেন ও রাশিয়ার আলোচনা শুরু হতে পারে। একটি 'নিরপেক্ষ অঞ্চলে' দুই দেশের বৈঠকের ব্যবস্থা করেছে রুশ সরকার। সোমবার সকালে রাশিয়ার দূত বেলারুশের গোমেল শহরে পৌঁছেছেন। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ইউক্রেনের দূত এখনও সেখানে পৌঁছননি।প্রসঙ্গত, রবিবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁদের পরমাণু অস্ত্রগুলি তৈরি রাখতে নির্দেশ দেন। এরপরেই ইউক্রেন জানায়, তারা রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় রাজি। এর আগে ইউক্রেন বেলারুশে শান্তিবৈঠকে বসতে অস্বীকার করেছিল। কারণ বেলারুশ রাশিয়ার মিত্র দেশ। কিন্তু রবিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলিনস্কি বেলারুশে বৈঠকের জন্য প্রতিনিধি পাঠাতে রাজি হন।

কোভিড ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধ প্রচারের জন্য বিরোধীদের একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

মহারাজগঞ্জ (উত্তরপ্রদেশ), ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : করোনা অতিমারীতে দেশে কোভিড ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধ প্রচারের জন্য বিরোধীদের একহাত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার উত্তরপ্রদেশে মহারাজগঞ্জে একটি নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন, দেশে কোভিড ভ্যাকসিনের চালু করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে টিকাকরণ অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল।এদিন তিনি আরও বলেন, ভারতীয়রা ভারতে ভ্যাকসিন তৈরি হয়েছে জেনে গর্বিত বোধ করেছিল, তারা বিরোধীদের ডোজ না নেওয়ার জন্য উস্কানি দিয়েছিল। বিরোধীরা সন্দেহ তৈরি করে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা নিয়ে দ্বিধা প্রচার করার চেষ্টা করেছিল। এমনকি বিশ্বের বড় দেশগুলিও আজ টিকা কভারেজের ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, কারণ ভারত তার নাগরিকদের বিনামূল্যে দুশো মিলিয়ন ভ্যাকসিন ডোজ দিয়েছে।ইউক্রেন সংকটের আবরণে প্রধানমন্ত্রী এই সময়ে নাগরিকদের শক্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্ব এই সময়ে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেউই অস্পৃশ্য থাকতে পারে না। এটি বিশ্বের প্রতিটি নাগরিককে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের উচিত শক্তিশালী থাকা এবং এটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।তিনি আরও বলেন, কৃষি থেকে সামরিক, সমুদ্র থেকে মহাকাশ পর্যন্ত ভারতকে সব ক্ষেত্রেই শক্তিশালী হতে হবে। তাই দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশেরও বেশি দায়িত্ব রয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ ধাপে মহারাজগঞ্জে ভোট হবে। আগামী ৩ মার্চ ১০টি জেলার ৫৭টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

শপথ নিলেন চার নতুন বিচারপতি সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩৪

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : একজন মহিলা সহ চারজন নতুন বিচারপতি সোমবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারক হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। এরফলে বিচারপতির সংখ্যা ৩৪-এ পৌঁছেছে।দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি এন প্যাটেল এদিন নীনা বনসাল কৃষ্ণ, দীনেশ কুমার শর্মা, অনুপ কুমার মেন্দিরাত্তা এবং সুধীর কুমার জৈনকে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান। গত শুক্রবার আইন ও বিচার মন্ত্রক দিল্লির হাইকোর্টে চারজন নতুন বিচারপতি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে।এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নীনা বনসাল কৃষ্ণ, দীনেশ কুমার শর্মা, অনুপ কুমার মেন্দিরাত্তা এবং সুধীর কুমার জৈনকে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করতে পেরে সন্তুষ্ট। তারা তাদের নিজ নিজ অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।বিচারপতি অনুপ কুমার মেন্দিরাত্তাকে ভারতের আইন সচিব হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন সচিব হিসাবে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে পোস্ট করার আগে তিনি উত্তর-পূর্ব দিল্লি জেলা আদালতের জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেন রিজিজুও তাঁর পদোন্নতির জন্য আইন সচিবকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন, 'আমাদের আইন সচিব অনুপ কুমার মেন্দিরাত্তাকে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছেন। তিনি উচ্চ সততা এবং সঠিক জ্ঞানের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন। বিচারক হিসেবে তার নতুন ভূমিকায় আমি তার সাফল্য কামনা করি।বিচারপতি দীনেশ কুমার শর্মা নয়াদিল্লি জেলা আদালতের জেলা ও দায়রা বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। বিচারপতি নীনা বনসাল কৃষ্ণ সাকেত (দক্ষিণ পূর্ব) জেলা আদালতে প্রধান জেলা ও দায়রা জজ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পাঁচ দফার ভোটেই বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পার করেছে, দাবি অমিত শাহের

কুশিনগর(উত্তরপ্রদেশ), ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পাঁচ দফার ভোটের পরে দল ইতিমধ্যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পার করেছে বলে দাবি করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) প্রবীন নেতা তথা কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সোমবার কুশিনগরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে শাহ বলেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সাত দফার নির্বাচনের প্রথম পাঁচ দফায় বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার অংক পার করেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম ধাপে তিনশোটিরও বেশি আসন নিয়ে সরকার গঠন করতে জনগণকে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালে গোটা দেশ এবং উত্তরপ্রদেশ প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী করেছে। প্রথমবারের মতো একটি অ-কংগ্রেস দল উত্তরপ্রদেশে বিধানসভায় বেশি আসন জিতেছে। এবার এই জয়ের অর্জনের সীমারেখা অতিক্রম করতে হবে।এদিন তিনি দেশ অতিমারীতে কোভিড ভ্যাকসিনের চালু করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ করা বিরোধীদের একহাত নিয়ে তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন দেশে কোভিড ভ্যাকসিন আবিস্কারে দেশের বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করছিলেন এবং দেশবাসীকে ভ্যাকসিন নেওয়াতে প্রচার করছিলেন, তখন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ওই ভ্যাকসিনকে 'মোদী ভ্যাকসিন' বলে টিকাকরণ না করার ক্ষেত্রে উস্কানিমূলক কথা বলেছিলেন। অথচ তিনি দশদিন পর রাতের অন্ধকারে গিয়ে টিকাকরণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, উত্তর প্রদেশে অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টির শাসন থাকলে, মানুষ কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে কঠিন সময় দেখতে পেত। বিরোধীরা তাদের স্বার্থের কারণে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছে।প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ ধাপে মহারাজগঞ্জে ভোট হবে। আগামী ৩ মার্চ ১০টি জেলার ৫৭টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

চিঠি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ইউক্রেনে যুদ্ধের আবহে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রথম থেকেই কেন্দ্রের উপরে চাপ তৈরি করেছে তৃণমূল। এ বার রাজনৈতিক বিরোধিতা সরিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে ইউক্রেন পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।জানা গিয়েছে, মমতা লিখেছেন, 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় আমাদের ভূমিকা বরাবরের মতোই থাকুক।' একই সঙ্গে মমতা লিখেছেন, ইউক্রেনে আটকে থাকা ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগের পাশেই থাকবে রাজ্য।চিঠিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে ব্যাপারেও লিখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নদিয়ায় বনধ সমর্থনকারীকে 'গণধোলাই', উত্তেজনা

নদিয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বনধকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের সংঘর্ষের জেরে ঝরল রক্ত। আহত হলেন দু'জন। গণধোলাইয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকলেন এক বনধ সমর্থনকারী। পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। সোমবার কৃষ্ণনগরের গোয়ালদায় এলাকার ঘটনা এটি। ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার বিশাল বাহিনী। পুরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগে রাজ্য জুড়ে বিজেপির ১২ ঘণ্টা বনধ হয়। এই বনধ ঘিরেই এক অন্য চিত্র নদিয়ায়। সকাল থেকেই বনধ করে এলাকায় তৎপর ছিলেন স্থানীয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বনধের সমর্থনে ওই এলাকার এক বাসিন্দা বিজয় ঘোষ (যিনি বিজেপি কর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত) স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দোকান বন্ধ করতে বলেন। হুমকি দিতে থাকেন। এমনকি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ধমক-চমক দেওয়ার পর মারধরও করেন বলে অভিযোগ। এর ফলে স্থানীয় এক যুবক প্রবীর বিশ্বাস আহত হন। সূত্রের খবর, এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অনান্য ব্যবসায়ীরা। পরবর্তীতে বাকি সব ব্যবসায়ী একত্রিত হয়ে পাল্টা ওই ব্যক্তিকে গণধোলাই দেন। রাস্তায় ফেলে তাঁকেই কিল-চড়-ঘুষি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরফলে ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়। মাথা ফেটে যায় ওই ব্যক্তির। নাক দিয়েও কিছুটা রক্ত বের হয়। এই ঘটনায় চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। এলাকার উত্তেজনা প্রশমিত হয়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতকে উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পুরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে সোমবার রাজ্য জুড়ে ১২ ঘণ্টার বনধ করছে বিজেপি। রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। ট্রেন আটকানোরও চেষ্টা করেন একাধিক স্টেশনে, একাধিক জায়গায় চলে বিক্ষোভ, পথ অবরোধ। একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার করা হয়। তবে উত্তরের বালুরঘাটের দিকে বনধের বিশেষ প্রভাব পড়েছে। শহরে পড়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বিশেষ দূত করে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাশিয়া-ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের মধ্যে আটকে পড়া ভারতীয়দের সরিয়ে নেওয়ার সমন্বয় করতে চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কিরেন রিজিজু এবং জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ভি কে সিং ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলিতে ভারতীয় ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য রওনা দেবেন। এই মন্ত্রীরা ভারতের বিশেষ দূত হিসেবে যাবেন।ইউক্রেনের পরিস্থিতিতে বিশেষ করে ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকটির সভাপতিত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।রবিবার সন্ধ্যায় উত্তর প্রদেশ থেকে ফিরে আসার পর প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেনের চলতি পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, বিদেশ সচিব হর্ষ শ্রিংলা, মন্ত্রিপরিষদ সচিব রাজীব গৌবা এবং অনেক প্রবীন আমলাদের সঙ্গে দুই ঘন্টা দীর্ঘ বৈঠক করেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো বনধের রাজনীতিকে জনপ্রিয় করেছেন : দিলীপ

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "বিজেপি নৈতিকভাবে বনধ সমর্থন করে না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এ ছাড়া প্রতিবাদের আর কোনও উপায় নেই। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো বনধের রাজনীতিকে জনপ্রিয় করেছেন বাংলায়। পুরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগে বিজেপির ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধ প্রসঙ্গে এ কথা বললেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোমবার নিউটাউনে প্রাতঃভ্রমণের সময়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই রবিবারের পুরভোট ও তার পরবর্তী পর্যায়ে বনধ বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের মুখে পড়েন। তিনি বলেন, "বাংলায় গণতন্ত্রের কোনও অস্তিত্ব নেই। পুলিশ প্রশাসন এক তরফা কাজ করছে। কোর্টও ওদের ওপর নির্ভর করছে। মানুষ ন্যায়ের জন্য কোথায় যাবে? বিজেপি নৈতিকভাবে বনধের সমর্থন করে না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় এছাড়া কোনও রাস্তা থাকে না। তাই এই রাস্তায় আমাদেরকে হাঁটতেই হচ্ছে। পুরভোটে ভোট লুঠ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "অনেকের ধারণা ছিল, কোর্টে যাওয়া হয়েছে। কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে পুলিশকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য। তারা কথাও দিয়েছিল শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাবে। দিন শেষ হতে হতে ভয়ঙ্কর রূপ নিল রাজ্য। বোমা-গুলি-টিয়ার গ্যাস চলেছে, রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে, পুলিশ মার খেয়েছে, সাংবাদিক মার খেয়েছে, বিরোধীরা তো মার খেয়েইছে। যত রকম হিংসা হতে পারে, তা হয়েছে। সার্বিকভাবে যে বিধানসভা গুলোতে শান্তি পূর্ণ নির্বাচন হয়েছিল, সেগুলোতে পৌর নির্বাচনে ব্যাপক হিংসা হয়েছে। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "তৃণমূল হিংসা ছাড়া নির্বাচন জিততে পারবে না, এটা নিশ্চিত। ওরা প্রথম থেকে ঠিক করে নেয় মারপিট করে ভোট লুট করবে।" প্রসঙ্গত, ১২ ঘণ্টার বনধে বাংলাকে সচল রাখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে নবান্ন। জোর করে বনধ করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জেলাশাসক ও মুখ্যসচিবদের কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, " সরকার তার কাজ করবে বটে। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫-৭৬ বার বনধ ডেকেছেন। বনধের রাজনীতিকে তিনি জনপ্রিয় করেছিলেন।" মমতার উদ্দেশেই তাঁর পাল্টা জবাব, "এই ধরনের ডিস্টার্বটিভ পলিটিক্স তো আপনিই শুরু করেছিলেন।

সোমবার আগরতলায় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর লাকি ড্র ও মেগা ড্র

আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজন করেছিল 'শুভ বিবাহ উৎসব'- এর যা ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বর্ণময় উদ্যাপন। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর সকল শাখাগুলোতে ১লা জানুয়ারী থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী অবদি চলেছিল 'শুভ বিবাহ উৎসব"। এই উৎসবে নানা উপহার ও সুবিধাগুলির সাথে ছিল লাকি ড্র ও মেগা ড্র। ক্রেতা বন্ধুদের প্রত্যেক কেনাকাটার সাথে ছিল নিশ্চিত উপহার, গহণার মজুরীতে ছাড়, বিয়ের অন্যান্য সমগ্রী কেনাকাটার ক্ষেত্রে আগরতলা বিভিন্ন প্রখ্যাত বিপনীতে ছাড় এবং লাকি ডু কুপন। লাকি ড্র এর মাধ্যমে ৬ জন ভাগ্যবান-ভাগ্যবর্তী ক্রেতার হাতে তুলে দেবার ছিল গৃহস্থলীর নানাহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সামগ্রী এবং মেগা ড্র বিজেতাকে দেওয়ার ছিল দুবাই ও আবুধাবীতে দুইজনের পাঁচ দিন চার রাত বেড়ানোর সুযোগ। বেড়ানোর সমস্ত খরচ যেমন কলকাতা থেকে দুবাই এবং ফেরত এর বিমানের টিকেট, হোটেল, বেড়ানো-সবই এই সুযোগে অন্তর্ভূক্ত। শুধু মাত্র ভিসা, স্বাস্থ্যবীমা ও কোভিডের নেগেটিভ রিপোর্টের দায়িত্ব ক্রেতাবন্ধুদের।আজ শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর আগরতলা শাখাতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আগরতলা শাখার সহ সচিব স্বামী বোধিসত্তানন্দজী মহারাজ ভাগ্যবান ভাগ্যবতী ৬ জন লাকি ডু বিজেতা ও ১ জন মেগা ড্র বিজেতাকে বেছে নেন।

লাকি ড্র বিজেতারা হলেন- (১) বিশ্বদীপ চৌধুরী, কুপন নং- ১৩১৩৭ (২) দেবী হালদার,কুপন নং- ১৬২১৪ (৩) উৎপল নাথ, কুপন নং- ০৫৮০ (৪) স্বর্ণালী পোদ্দার, কুপন নং ১৬৬৬৩ (৫) সুবিনীতা সাহা, কুপন নং- ০৫৮২ (৬) প্রণতী রায়, কুপন নং - ১৩১২৪

মেগা ড্র এর বিজেতা হলেন-(১) উপা সাহা, কুপন নং- ৪৬৭৩

এই অনুষ্ঠানে এসে মহারাজ জী বলেন, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর নানা সামাজিক কার্যাবলী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘও বেশ কয়েকটি কাজের সাথে যুক্ত ছিল। শুভ বিবাহ আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের এক বর্ণময় উদযাপন। আমি সকলের মঙ্গল কামনা করি।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর অধিকর্তা রূপক সাহা বলেন, "মহারাজীর উপস্থিতিতে আমরা আজকের অনুষ্ঠানটি করতে পেরে মহারাজজীর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।একই ভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের সমস্ত ক্রেতা বন্ধুদের কাছে যাদের অংশগ্রহণে শুভবিবাহ উৎসব সর্বাঙ্গীন ভাবে সফল হয়ে উঠেছে। সমস্ত লাকি ড্র ও মেগা ড্র বিজেতা বন্ধুদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমরা আগামী দিনে এই রকমই নতুনতে ভরা উৎসব রাজ্যবাসীকে উপহার দিতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ রইলাম।"আনন্দঘন পরিবেশে আগামীদিনে আরও নতুনত্বের আশা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঘর বন্টন নিয়ে চাপা ক্ষোভ বঞ্চিতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। শহর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদানের ব্যাপার নিয়ে তোড় জোর হলেও প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে সেই প্রয়াস নেই এমনই এক ঘটনার চিত্র পাওয়া গেল মুন্সিয়াকামী আর ডি ব্লকের অধীনে শ্রীরাম খরা এডিসি ভিলেজে। এই ভিলেজের অধীনে ১৬০ পরিবার গিরিবাসীদের বসবাস থাকলেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে মাত্র ৮০টি পরিবার।

অন্যদিকে ৮০টি পরিবার বর্তমান সময়কালেও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত। বঞ্চিত পরিবার গুলির লোকজনরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার জন্য দফায় দফায় ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ এবং তিপ্রা মথা দলের নেতাদের দ্বারস্থ হলেও পাচ্ছেন না সরকারি ঘর। বঞ্চিতরা না তাদের আশ্বাস ছাড়া কিছুই পায়নি।

এ নিয়ে ওই এডিসি ভিলেজের বঞ্চিত ৮০টি পরিবার গুলোর মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। অথচ বঞ্চিত পরিবারগুলো দারিদ্রতার সাথে একপ্রকার যুদ্ধ করে চলছে। এডিসি প্রশাসন কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বঞ্চিত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদানের জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। কিন্তু শহর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর প্রদানের বিষয় নিয়ে প্রশাসন সচেষ্ট হলেও প্রত্যন্ত এলাকাতে এর বিরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

তেলিয়ামুড়ায় শিবরাত্রী মেলার জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। রাত পোহালেই মহা শিবরাত্রি পার্বণ। আর এই মহা শিবরাত্রি পার্বণকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় তেলিয়ামুড়া স্থিত শিব মন্দিরে ব্যাস্ততা পরিলক্ষিত হয়। মন্দির স্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল মন্দিরের কাজে নিয়োজিত কর্মীরা মন্দির কে সুন্দরায়ন করার জন্য ব্যাস্ত। কারণ, আগামী মঙ্গলবার মহা শিবরাত্রি উৎসব শুরু হবে। বাড়িঘরের প্রমিলা থেকে শুরু করে উঠতি বয়সের যুবতীরা শিবের উপাসনায় মত্ত হয়ে উঠবে। অনেক বাড়িঘরের গৃহিণীরা নিজও নিজ নিজ পরিবারের মঙ্গলার্থে শিবের উপাসনায় মত্ত হয়ে উঠবে। বছর ঘুরে ফিরে মহা শিবরাত্রি উৎসব আবার দ্বারপ্রান্তে কড়া নাড়ছে। তাই সোমবার শিব বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল কর্মীদের ব্যাস্ততা।

উত্তরপ্রদেশের মানুষ পাঁচ দফায় পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত "ঘোর পরিবারবাদীদের" প্রত্যাখ্যান করেছেন : প্রধানমন্ত্রী মোদী

বালিয়া (উত্তরপ্রদেশ), ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের জনগণ পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত "ঘোর পরিবারবাদী"দের প্রত্যাখ্যান করেছে এবং দেখিয়েছে উত্তরপ্রদেশের যানবাহন জাতপাতের গলিতে আটকে পড়বে না। সোমবার এই ভাবেই বিরোধীদের অক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিধানসভা নির্বাচনের পঞ্চম পর্বের নির্বাচনের সমাপ্তির একদিন পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বালিয়ায় এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণে বলেন, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের পাঁচটি ধাপ শেষ হয়েছে। পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত, "ঘোর পরিবারবাদী"দের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এখানকার মানুষ দেখিয়েছে যে তাদের গাড়ি আর জাতপাতের গলিতে আটকা পড়বে না। উন্নয়নের মহাসড়কে গতিতে এটি লাভ করেছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঘোর পরিবারবাদীরা ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ধ্বংস করেছিল। বালিয়া, পূর্বাঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশের উন্নয়ন আমার দায়িত্বের পাশাপাশি আমার অগ্রাধিকার। আজ, পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি, প্রতিটি অঞ্চলের উন্নয়নে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, তা বিদ্যুৎ, রাস্তা, হাসপাতাল হোক। "ঘোর পরিবারবাদীরা" ধ্বংস করেছিল। যোগী আদিত্যনাথ এটিকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনছেন। আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে দলের প্রধান অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন রাজ্যের আগের সমাজবাদী পার্টি সরকারকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বালিয়ার ব্যবসায়ীরা ভুলতে পারে না যে কীভাবে গুণ্ডারা তাদের টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

আসছেন

● **প্রথম পাতার পর**

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৮ মার্চ ত্রিপুরায় আসবেন। স্বাভাবিকভাবে ৯ মার্চের কর্মসূচিতেও তিনি অংশ নেবেন।

সূত্রের খবর, ৮ মার্চ ত্রিপুরায় এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দেবেন। সরকারী কর্মসূচি ছাড়াও দলীয় নেতাদের সাথে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে চর্চা করবেন।

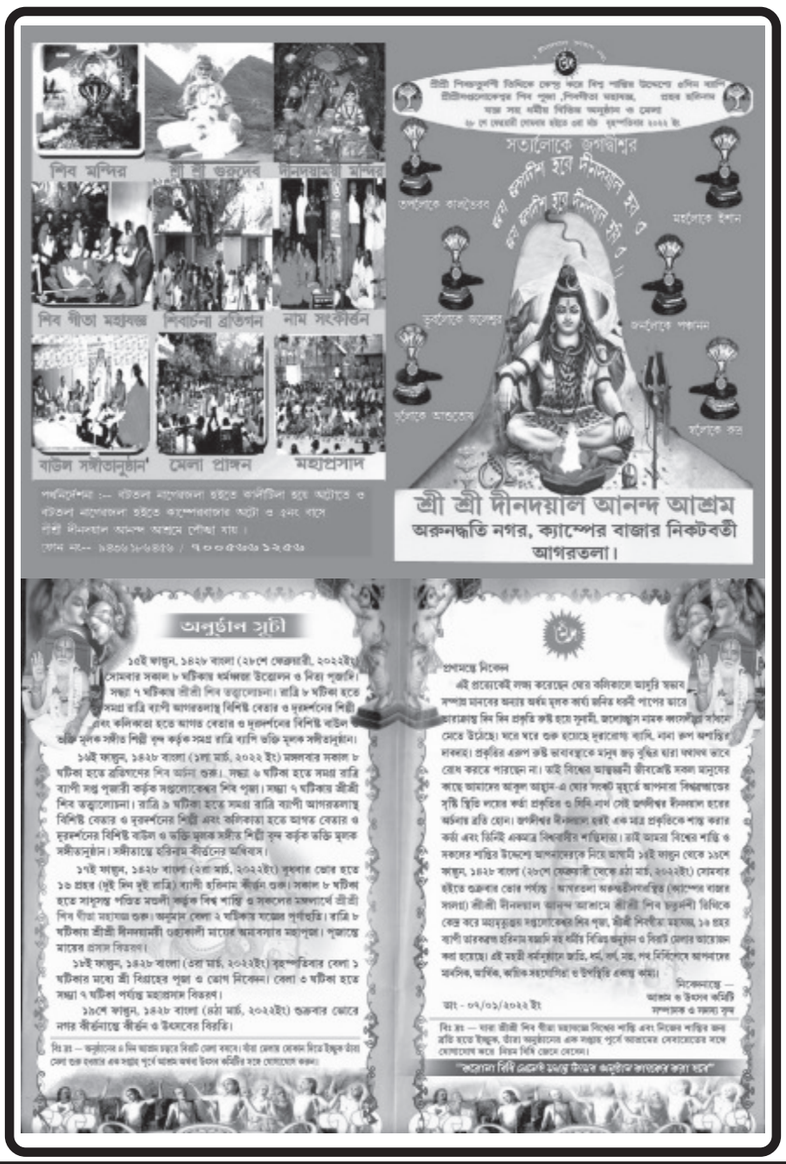

ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা ভারতীয় নাগরিকদের করোনা নিয়ম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। এদিকে, সোমবার, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা যাত্রীদের জন্য বিদ্যমান নির্দেশিকা সংশোধন করেছে। মানবিক কারণে ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা ভারতীয় নাগরিকদের এখন আরটিপিসিআর পরীক্ষা করার এবং এর রিপোর্ট আপলোড করার প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব লাভ আগরওয়াল বিদেশ মন্ত্রককে একটি চিঠি লিখে সংশোধিত নির্দেশিকা জারি করেছেন। সংশোধিত নিয়ম অনুসারে, ইউক্রেন থেকে ফিরে আসা ভারতীয়দের বিমান-সুবিধা পোর্টালে প্রস্থান করার আগে আরটিপিসিআর নেগেটিভ রিপোর্ট আপলোড করা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, যদি কোনও যাত্রী প্রাক-আগমন আরটিপিসিআর পরীক্ষা করতে না পারেন বা যারা তাদের করোনার টিকা সম্পন্ন করেননি, তাদের ১৪দিনের জন্য তাদের স্বাস্থ্য স্ব-নিরীক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভারতে আসার কয়েকদিন পর যাত্রীর করোনা পজিটিভ পাওয়া গেলে নির্ধারিত প্রোটোকল অনুযায়ী তার চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে।উল্লেখ্য, আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১১৫৬ ভারতীয় ইউক্রেন থেকে দেশে ফিরেছেন।তবে কোনও যাত্রীকে একান্তবাসে রাখা হয়নি।

তেলিয়ামুড়ায় দশমীঘাট তৈরীর উদ্যোগ পুর পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। তেলিয়ামুড়া বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি এবার বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নিয়ে পৌর প্রশাসন এবার উদ্যোগী হলো। সোমবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার"কে সঙ্গে নিয়ে তেলিয়ামুড়া দশমিঘাট স্থিত খোয়াই নদী ঘাট তথা প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য একটি ঘাট তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিদর্শন করেন এবং তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত অম্পি চৌমনীতে শহরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একটি সিগনিজ এল.ই.ডি পয়েন্ট তথা আই লাভ তেলিয়ামুড়া বসানো হবে।

সেই সঙ্গে তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার ফাস্টফুড ভেন্ডারদের কথা মাথায় রেখে এল.আই.সি অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে সি.পি.আই.এম পার্টি অফিস সংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত ফাস্টফুড ভেন্ডারদের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা দেওয়া হবে।

এতে যেমন ফাস্টফুড ভেন্ডারদের ব্যাবসা ক্ষেত্রে সুবিধা হবে তেমনি শহরের সৌন্দর্যায়ন ও বৃদ্ধি পাবে।তবে তেলিয়ামুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র অম্পি চৌমনীতে সিগনিজ এল.ই.ডি পয়েন্ট বসানো হলে উঠতি বয়সী যুবক যুবতীদের সেলফি তোলার জন্য একটি সুন্দর জায়গা পাবে। তেলিয়ামুড়া থেকে গয়া চন্দ্র সূত্রধরের রিপোর্ট হেডলাইনস ত্রিপুরা ন্যাশনাল।

মাধ্যমিক

● **প্রথম পাতার পর**

শেষ হয়েছিল ২৯ ডিসেম্বর।

তিনি জানান, এবছর রেগুলার, কন্টিনিউ, কম্পার্টমেন্টাল, এক্সটার্নাল সহ সবমিলিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৩,২৮২ জন। তার মধ্যে ছাত্র ২০,৭৭৬ জন এবং ছাত্রী ২২,৫০৬ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সবমিলিয়ে ২৮, ৯৩১ জন। এবছর মাধ্যমিকে ২৭ জন ও উচ্চ মাধ্যমিকে ২১ জন দিব্যাঙ্গন পরীক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

তবে এবার সংশোধনাগার থেকে কেউ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নাম নথিভুক্ত করেনি বলেও জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ভবতোষ সাহা। পাশাপাশি সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৮ এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে টার্ম টু পরীক্ষা, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফের ইডির লকআপে মন্ত্রী নবাব মালিক

মুম্বাই, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেফতার হওয়া মন্ত্রী নবাব মালিককে জেজে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পরে আবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কুখ্যাত দাউদ ইব্রাহিমের সহযোগীর কাছ থেকে জমি কেনার ঘটনায় নবাব মালিকের ছেলে ফারাজ মালিককেও সমন জারি করেছে ইডি। কিন্তু খবর লেখা পর্যন্ত ফারাজ ইডি অফিসে হাজির হননি।

প্রকৃতপক্ষে, দাউদ ইব্রাহিমের অংশীদারের কাছ থেকে জমি কেনার অভিযোগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মহারাষ্ট্র সরকারের মন্ত্রী নবাব মালিককে গ্রেফতার করেছিল ইডি। মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত নবাব মালিককে ৩ মার্চ পর্যন্ত ইডি-র হেফাজতে পাঠিয়েছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি নবাব মালিকের স্বাস্থ্যের অবনতি হলে তাকে জেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার সকাল ১০টায় হাসপাতাল থেকে নবাব মালিককে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর নবাব মালিককে ফের ইডির লকআপে নিয়ে আসা হয়। এখানে নবাব মালিককে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিকে, একই মামলায় নবাব মালিকের ছেলে ফারাজ খানকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। তাঁকে সমন জারি করেছে ইডি।

এটি উল্লেখযোগ্য যে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) কুখ্যাত অপরাধী দাউদ ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে এবং আর্থিক দুর্নীতির দিক থেকে বিষয়টি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

এই কারণে, দাউদ ইব্রাহিমের বোন হাসিনা পারকার, ভাই ইকবাল কাসকর, সহযোগী ইকবাল মির্চি, ছোট শাকিল, সেলিম কুরেশির বাড়ি সহ মুম্বাইয়ের ১০টি জায়গায় ইডি অভিযান চালিয়েছিল। এই ঘটনায় ছোটা শাকিল, সেলিম কুরেশি ওরফে ফল, ইকবাল কাসকরকে জেরা করেছিল ইডি। এর পরে, ইকবাল কাসকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত ২৩ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রী নবাব মালিকের বাড়িতে। ভোর ৪.৩০ টায় হানা দিয়ে মালিককে দক্ষিণ মুম্বইয়ের ব্যালার্ড পিয়ার অফিসে নিয়ে যায়। দীর্ঘ ৮ ঘন্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর এই মামলায় নবাব মালিককে গ্রেফতার করে ইডি। নবাব মালিকের বিরুদ্ধে কুর্লা এলাকায় ৩ একর জমি কেনার অভিযোগ রয়েছে হাসিনা পারকারের সহযোগী এবং বোমা বিস্ফোরণের অভিযুক্ত সেলিম প্যাটেলের কাছ থেকে।

বোবা

● **প্রথম পাতার পর**

টেলিফোনটি বিল এর জন্য কাটা। আর ব্লক অফিসের ল্যান্ড ফোনটি নাকি স্থায়ী ভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে। কেন ব্লক অফিসের ল্যান্ড ফোনটি স্থায়ী ভাবে কেটে দেওয়া হলো তা অবশ্য তিনি বলতে পারেননি।

সিপিএম

● **প্রথম পাতার পর**

চৌধুরী আরও বলেন, বিজেপি যাকে দেখে তাকেই ভয় পাচ্ছে। এমন একদিন আসবে বিজেপি বলবে তাদের অফিসেও সিপিএম দলের কর্মী ঢুকে আছে।

যুবক

● **প্রথম পাতার পর**

সেখানে হানা দিয়ে বাইকটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই চুরির ঘটনায় জড়িত দুজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

চালক

● **প্রথম পাতার পর**

রয়েছে। এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, রাজ্য থেকে প্রতিনিয়ত সড়কপথে এবং রেলপথে গাঁজা পাচার অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ মাঝে মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরনের সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে।রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পাচারকারীরা সরকার ও প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাদের পাচার অব্যাহত রেখেছে। পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য পাচারকারীরা নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে।

আন্দোলন

● **প্রথম পাতার পর**

এবং ২০২১ সালের আগস্টে দুটি বেশ কয়েকটি তারিখে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ ৬ মাস পেরিয়ে গেলেও জেআরবিটি এখনও ফলাফল প্রকাশ করেনি, এবং যে যুবক-যুবতীরা পরীক্ষায় বসেছিল তারা এখন হতাশ পরিস্থিতির মধ্যে ভুগছে, তাই আমরা জেআরবিটি এর কাছে ফল প্রকাশ এবং শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করার দাবি জানাচ্ছি।

যেখানে অনেক চাকরি প্রত্যাশীর বয়স বেশি হচ্ছে, অনেকে দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে এবং বিপুল পরিমাণ খরচ করে আশা নিয়ে পরীক্ষায় বসেছে, এখন সরকার তাদের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা না করে তাদের জীবন নিয়ে খেলছে।

ফরম ৪, রুল ৮

জাগরণ প্রকাশনা সংক্রান্ত ঘোষণা

প্রকাশনার স্থান	ঃ	লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
প্রকাশনার সময়	ঃ	প্রভাতি দৈনিক।
প্রকাশকের নাম	ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
নাগরিকত্ব	ঃ	ভারতীয়।
সম্পাদকের নাম	ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
মুদ্রকের নাম	ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
সত্বাধিকারীর নাম	ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এলএনবাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।

আমি পরিতোষ বিশ্বাস এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, আগরতলা
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

স্বাঃ পরিতোষ বিশ্বাস

ক্রীড়া

মুখোমুখি চেলসি-লিভারপুল, যা যা জানা দরকার

আজ রাত সাড়ে ১০টায় ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে 'যুদ্ধে' নামছে লিভারপুল। 'যুদ্ধ'ই বটে। ফুটবল মাঠে শিরোপার লড়াই ফুটবলারদের কাছে যুদ্ধই তো? কারাবাও কাপ (ইংলিশ লিগ কাপ/ইএফএল কাপ) জেতার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামবে ইংলিশ ফুটবলের দুই পরাশক্তি চেলসি ও লিভারপুল।

শিরোপার গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ বা চ্যাম্পিয়নস লিগের চেয়ে বেশ পিছিয়ে ইংলিশ লিগ কাপ। কিন্তু দিন শেষে এটাও তো একটা শিরোপা!

চেলসি আর লিভারপুল, দুই ক্লাবের কাছেই আজকের ফাইনালটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে আরেকটা বিশেষ কারণে। দুই দলই বহুদিন ধরে এই শিরোপার স্পর্শ পায় না। সেই ২০১৫ সালে সর্বশেষ লিগ কাপ জিতেছিল চেলসি। জোসে মরিনিওর অধীনে সেবার ফাইনালে টটেনহাম হটস্পারকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল দলটা। গোল করেছিলেন অধিনায়ক জন টেরি ও স্প্যানিশ স্ট্রাইকার দিয়েগো কস্তা। লিগ কাপের জন্য লিভারপুলের আক্ষেপ অবশ্য আরও পুরোনো। সেই ২০১২ সালে কেনি ডালগ্লিশের অধীনে ফাইনাল। ইংলিশ লিগ, সর্বশেষ লিগ কাপের ছোঁয়া পেয়েছিল অল রেডরা। ফাইনালে কার্ডিফ সিটিকে পেনাল্টি শুটআউটে হারিয়ে সেই যে শিরোপা জিতেছিল দলটা, এরপর আর লিগ কাপ জেতা হয়নি লিভারপুলের।

দুই দলের দুই কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ ও টমাস টুখেলের জন্যও অন্য রকম উপলক্ষ আজকের এই চ্যাম্পিয়নস লিগ, ক্লাব বিশ্বকাপ ও সুপার কাপ জেতা ক্লপ এখনো ইংল্যান্ডের ঘরোয়া কাপ প্রতিযোগিতায় শিরোপা জেতেননি। ২০১৬ সালে ফাইনালে উঠেও হেরেছিলেন মানুয়েল পেল্লেগ্রিনির ম্যানচেস্টার সিটির কাছে। ওদিকে টুখেলেরও একই দশা। গত মৌসুমের মাঝামাঝিতে চেলসির দায়িত্ব নেওয়া এই কোচ এখনো ইংল্যান্ডের কাপ প্রতিযোগিতায় সফল হননি।

সব মিলিয়ে লিগ কাপের সবচেয়ে সফল দল যৌথভাবে লিভারপুল, ম্যানচেস্টার সিটির পাশাপাশি আটবার শিরোপা জিতেছে তারা। ওদিকে চেলসি শিরোপা জিতেছে পাঁচবার। একনজরে দেখে নিন এই ম্যাচ নিয়ে জানার বিষয়গুলো!

টি-টোয়েন্টি সিরিজ ভারতের, কার হাতে ট্রফি তুলে দিচ্ছেন রোহিত?

রোহিত শর্মার হাতে এখন সোনা ফলছে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করার পরে শ্রীলঙ্কাকেও টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুরমুশ করেছে রোহিতের ভারত। গতকাল শ্রীলঙ্কা প্রথমে ব্যাট করে তোলে ৫ উইকেটে ১৪৬ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শ্রেয়স আইয়ারের অপরাজিত ৭৩ রানের সৌজন্যে খুব সহজেই ম্যাচ জিতে নেয় রোহিতের দল। সিরিজ জেতার পরে রোহিতকে দেখা যায় ট্রফি তুলে দিচ্ছেন আরেকজনের হাতে। রোহিত কার হাতে ট্রফি তুলে দিলেন? তা নিয়ে চর্চাও হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

যাঁর হাতে 'হিটম্যান' ট্রফি তুলে দেন তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতিনিধি জয়দেব শাহ। জয়দেব সৌরাষ্ট্রের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। তিনি বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সচিব নিরঞ্জন শাহর পুত্র। জয়দেব ১২০টি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। রান করেছেন ৫৩৫৪। জয়দেব শাহ এখন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার প্রেসিডেন্ট।

পুরস্কার বিতরণী মঞ্চ থেকে ট্রফি হাতে নিয়ে রোহিত এগিয়ে চলেছেন তাঁর সতীর্থদের দিকে। সেই সময়েই রোহিতকে দেখা যায় তিনি ট্রফি হাতে দৌড় চ্ছেন জয়দেব শাহর দিকে। তাঁর হাতে ট্রফি তুলে দেন রোহিত। গোটা দলের সঙ্গে ট্রফি হাতে ভারতের দুর্দান্ত সিরিজ জয় উদযাপন করতেও দেখা যায় জয়দেব শাহকে।শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে শ্রেয়স আইয়ার দারুণ ছন্দে ধরা দিলেন। ভারতের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার বলেছিলেন, চোট আঘাতের কারণে বিরাট কোহলি যদি কোনও ম্যাচে খেলতে না পারেন, তাহলে তাঁর জায়গায় তিন নম্বরে ভাবা যেতে পারে শ্রেয়স আইয়ারকে। দ্বীপরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বিরাট কোহলিকে। তাঁর জায়গায় তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন শ্রেয়স। আর তিনটি ম্যাচেই তাঁর ব্যাট কথা বলে। প্রথম দুটো টি-টোয়েন্টিতে শ্রেয়স করেছিলেন অপরাজিত ৫৭ এবং ৭৪। গতকাল তৃতীয় ম্যাচে ৭৩ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন শ্রেয়স আইয়ার। শ্রেয়সের এই ফর্ম কিন্তু মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে রোহিতের। কারণ এমন দুরন্তে ফর্মে থাকার পরেও কি শ্রেয়সকে বসিয়ে রাখা যাবে?

বিশ্বকাপে রাশিয়াকে চাইছে না ফ্রান্স

ইউক্রেনের উপরে রাশিয়ার হামলা নিয়ে প্রতিবাদের ঢেউ তীব্র হচ্ছে ক্রীড়াবিশ্বে। সুইডেন ও পোল্যান্ডের মতো রবিবার চেক ফুটবল সংস্থাও জানিয়ে দিয়েছে, তারা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্লে-অফ ম্যাচে খেলবে না। একধাপ এগিয়ে ফরাসি ফুটবল সংস্থা আবার কাতার বিশ্বকাপ থেকে রাশিয়াকে ছেঁটে ফেলার দাবি জানিয়েছে। সংস্থার প্রেসিডেন্ট নোয়েল লুগঁরেত বলেছেন, "এই পরিস্থিতিতে ক্রীড়াবিশ্ব, বিশেষ করে ফুটবল কোনও অবস্থায় নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে পারে না। কাতার বিশ্বকাপ থেকে রাশিয়াকে বার করে দেওয়া হলে আমি কখনওই বিরোধিতা করব না।"

এ দিকে, ইউক্রেনের উপরে আক্রমণের প্রতিবাদ হিসেবে রবিবার আন্তর্জাতিক জুডো সংস্থা তাদের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এই পরিস্থিতিতে পুতিন এই পদের যোগ্য নন।"

পাশাপাশি অবস্থা সামাল দিতে চেলসির রুশ মালিক রোমান আব্রামোভিচ ক্লাব পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব দাতব্য সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত আব্রামোভিচ বিবৃতিতে বলেছেন, "প্রায় কুড়ি বছর আমি চেলসির মালিক। এখানে চিরকাল নিজেকে অভিভাবক ভেবেছি। সব সময় চেষ্টা করেছি যাতে চেলসি সফল হয়। আমার ক্লাব সেই লক্ষ্য পূরণও করেছে। আজও আমার ভাবনা জুড়ে থাকে ক্লাবের ভবিষ্যৎ। কামনা করি, চেলসি সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক।" আরও যোগ করেন, "এতদিন যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার সবই ক্লাবের ভালর জন্য এবং মন থেকে নেওয়া। আগামী দিনেও ক্লাবের মূল্যবোধের প্রতি একই রকম দায়বদ্ধ থাকব। ক্লাব চালানোর সব দায়িত্ব দাতব্য সংস্থাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।"

চেলসির তরফেও রবিবার প্রকাশ করা হয়েছে একটি বিবৃতি। বলা হয়েছে, "এই মুহূর্তে ইউক্রেনের পরিস্থিতি ভয়াবহ এবং দুর্বিষহ। সেই দেশের সমস্ত নাগরিকের পাশেই রয়েছে চেলসি এফসি। সকলেই শান্তির জন্য প্রার্থনা করছেন।"

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 24/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2021-22

Tripura PWD Form - 6

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. 60/EE/Divn.III/ PWD(R&B)/2021-22	Rs. 22,59,807.00	Rs.45,196.00	90 days	Up to15.00 Hrs on 19.03.2022	At 16.00 Hrs on 19.03.2022 (if possible)

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock date & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura.

Sd/- (Er. L. Goswami)
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura.

ICA-C-3928-22

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate two bi system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10/03/2022 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 1 nos Boys Toilet at Kanailal Halampara High School under Durgachowmuhani Block Dhalai District during 2019-20. DNIeT NO: 48/EE/ENGG.CELL/Samagra/2021-22 PNIeT No.:- 56/EE/ENGG.CELL/SAMAGRA/2021-22	Rs. 3,75,000.00	EMD: 7,500.00 BID FEE: Rs.1000.00 (Non refundable)	2(Two) Months	10/03/2022 up to 15.00 Hours.	11/03/2022 Time 11:00 Hours	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

Sd/- (Er.S.DebBarma)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA-C-3932-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 85/EE/DWS/DMN/2021-22

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, up to 3.00 P.M. on 16-03-2022 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 254/EE/DWS/DMN/2021-22.	Rs. 10,53,141.00	Rs. 10,531.00	365 days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 255/EE/DWS/DMN/2021-22.	Rs. 58,09,688.00	Rs. 58,097.00	90 days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 256/EE/DWS/DMN/2021-22.	Rs. 14,58,290.00	Rs. 14,583.00	90 days	Appropriate Class

- Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 16-03 -2022 up to 15.00 Hrs
- Date and Time for Opening of BID : 16-03-2022 at 16.00 Hrs
- Document Downloading and Bidding at Application https://tripuratenders.gov.in
- Bid Fee : ₹1,000.00 for Sl. No. 1, 3 & ₹2,500.00 for Sl. No. 2 (non refundable).

All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Sd/-Illegible
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

ICA-C-3936-22

PNIe-T NO:- 361EE-112021-22, Dated 23/02/2022

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 19-03-2022 for 05(Five) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/-Illegible
EXECUTIVE ENGINEER AGAR
TALA DIVISION NO-I, PWD (R&B)
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA-C-3940-22

MEMORANDUM

Whereas, it appears from the attendance register of this office that Shri Debjoy Tripura, Peon of this office found unauthorized absent from Govt. duties w.e. from 1st February'2019 to till date without obtaining prior permission from the competent authority.

AND

Whereas, several show-cause notices were sent to Shri Debjoy Tripura, Peon in his home address and also Police wireless message was issued on 29th December'2021 vide No.F.7(86-A)/DM(D)/ESTT/ 18/6059 dated, 29.12.2021 with direction to report in his duty in this office but Shri Debjoy Tripura, S/o, LT. Kumaria Tripura, Village- Bidya Kumar Roaja Para, P.0.& P/S- Chawmanu, LTV, Dhalai did not response nor submitted any reply of the show-cause notice.

AND

Whereas as .per Memorandum No.F.20(1)-GA(P&T)/10(Part) dated, 12th December'2018, isst-ed by the Deputy Secretary, General Administration(Personal & Training) Department, Government of Tripura "11th amendment of the Tripura State Civil Services (Leave) Rules, 2013 as notified by the Finance Department, Government of Tripura provides that a government servant shall be deemed to have resigned from his service if he-(a) is absent without authorization for a period of one year".

AND

Whereas, it has been observed that Shri. Debjoy Tripura, Peon did neither join to his duty nor submitted any information regarding his absence in the office even after passing of 1(one) month from the date of Police wireless message through Chawmanu Police Station which has violated the leave rules.as mentioned above.

Now, therefore, Shri Debjoy Tripura, S/o, Lt. Kumaria Tripura, Peon, Village-Chawmanu, PO & P/S- Chawmanu, LTV, Dhalai Tripura is hereby asked to show cause as to why he shall not be deemed to have resigned from the Government Service as per provision of the content of the Memorandum No.F.20(1)-GA(P85T)/18(Part) dated, 12th-December' 2018 of the GA(P&T) Department. The reply of the **"SHOW-CAUSE NOTICE"** shall reach to the undersigned within 7(Seven) days from the date of publication/receipt of the same in the local news paper, whichever is earlier failing which an ex-parte decision shall be taken without further communication, as per norms.

To
Shri Debjoy Tripura, Peon
S/o, Lt. Kumaria Tripura,
Village:- Chawmanu,
P.O. & P/S:- Chawmanu, LTV, Dhalai.

Sd/-Illegible
District Magistrate & Collector,
Dhalai District, Jawaharnagar.

ICA/D/1895/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সোমবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ সখীচরণ বিদ্যানিকেতনের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন। ছবি নিজস্ব।

পুলিশকর্মীর মৃত্যু সহ বিক্ষিপ্ত হিংসায় মণিপুরে প্রথম দফার নির্বাচন সম্পন্ন

ইমফল, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ইভিএম ও প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর, মারপিট, নিরাপত্তা বাহিনীর শূন্যে গুলি, চূড়াচাঁদপুর জেলার টিপাইমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে দুর্ঘটনাজনিত গুলিচালনায় মণিপুর পুলিশের জওয়ান নাওরেম ইবচৌবার মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে মণিপুরের ৬০ সদস্যের দ্বাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট আজ সোমবার সম্পন্ন হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ৩৮টি আসনে ৭৮.০৯ শতাংশ ভোট পড়েছে।

এদিন সকাল সাতটা থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পাঁচ জেলা যথাক্রমে ইমফল পশ্চিম, ইমফল পূর্ব, বিষ্ণুপুর, কাংপোকপি এবং চূড়াচাঁদপুরের ৩৮টি কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ সন্ধ্যারাত সাতটা পর্যন্ত চলেছে। কোথাও কোথাও সাতটার পরও ভোটগ্রহণ হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) রাজেশ আগরওয়ালা এই তথ্য দিয়ে বলেন, এখন পর্যন্ত ভোটদানের সার্বিক শতাংশের খবর তাঁর দফতরে আসেনি। বিকেল পাঁচটার হিসাব দিয়ে তিনি জানান, কাংপোকপি জেলায় সর্বাধিক ৮২.৯৭ শতাংশ, ইমফল পশ্চিম জেলায় ৮২.১৯ শতাংশ, ইমফল পূর্ব জেলায় ৭৬.০৪ শতাংশ, চূড়াচাঁদপুর জেলায় ৭৪.৪৫ শতাংশ এবং বিষ্ণুপুর জেলায় ৭৩.৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই সময়কালের মধ্যে মোট ভোটের হার ৭৮.০৯ শতাংশ। মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রেকর্ড গড়ে ৮৬ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এবার এই হার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

তিনি জানান, আজ প্রথম দফার ভোটে ৬,২৯,২৭৬ জন মহিলা সহ ১২,২২,৭১৩ জন ভোটার ১৭৩ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএমে বন্দি করেছেন। এবার ভোটের ময়দানে বিজেপি সহ নির্দল ও অন্য দলের ১৫ জন মহিলা প্রার্থী নেমেছেন।

এদিকে ইমফল পশ্চিম জেলার ২০ নম্বর ল্যাংথাবল কেন্দ্রের অন্তর্গত কেইথেলমানবি ভোটকেন্দ্রে বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষের জেরে কেইথেলমানবি ভোটকেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশন, জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক রাজেশ আগরওয়ালা। তিনি বলেন, প্রথমে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। ইভিএম নষ্ট করে দেওয়ায় ভোট প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এর পর পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত।

উল্লেখ্য, ইমফল পশ্চিম জেলার ২০ নম্বর ল্যাংথাবল নির্বাচনী ক্ষেত্রের কাকওয়া এলাকায় কেইথেলমানবি ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন বিজেপির একটি কার্যালয়ে ভাঙচুর করেছেন কংগ্রেস কর্মীরা। এছাড়া এনপিপি প্রার্থীর একটি গাড়িতে হামলা চালিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। তবে, এ ঘটনায় কেউ আহত হননি। অবশিষ্ট ২২টি আসনে আগামী ৫ মার্চ দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট। ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা ১০ মার্চ।

দক্ষিণ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের অভিনব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ ফেব্রুয়ারী।। সোমবার সকাল ৮টায় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালের মাঠে অটো শ্রমিকদের নিয়ে এক মেগা অটো প্যানেল অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জগদীশ চন্দ্র নামঃ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিলোনিয়ার বিভিন্ন অটোর পিছনে আয়ুষ্মান ভারতের এবং যক্ষা নির্মূলীকরণে সচেতনতামূলক পোস্টার লাগানো হয়।

এ অভিনবত্ব প্রচার মাধ্যমে প্রতিটি অটো বিলোনিয়া তথা দক্ষিণ জেলার প্রতিটি জনপদে মানুষের মধ্যে সচেতনতা মূলক প্রচার নিয়ে যাওয়ার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই সচেতনতার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি মানুষ যাতে আয়ুষ্মান ভারত এর সফলতা এবং যক্ষ্মা নির্মূলিকরনের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা আছে তা গ্রহণ করে।

এই অটো প্যানেল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছরের মত এ বছরও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান দক্ষিণ জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক। রাজ্যের সাথে দক্ষিণ জেলার মানুষকে এই সুযোগ সুবিধাগুলি গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ রাখেন এবং এই রাজ্য যাতে যক্ষ্মামুক্ত রাজ্য হয় এবং জনগণকে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ গুলি মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার এই অভিনবত্ব প্রচারে এদিন হাসপাতাল চত্বরে অটোচালকদের মধ্যে এক আলাদা উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলার যক্ষা রোগ নির্মুলিকরনের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার ডক্টর অরূপ দত্ত এবং আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের দক্ষিণ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ভানুশ্রী চৌধুরী।

দিল্লি দাঙ্গা ঃ বিজেপি এবং কংগ্রেসের ২৪ নেতাকে হাইকোর্টের নোটিশ

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্ট ২০২০ সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দাঙ্গা নিয়ে সিটের তদন্তের আবেদনের শুনানির সময় বিজেপি এবং কংগ্রেসের ২৪ জন নেতাকে নোটিশ জারি করেছে। একটি আবেদনের ভিত্তিতে দিল্লির দাঙ্গা নিয়ে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে তাবড় রাজনীতিবিদের নামে নোটিশ জারি দিল্লি হাইকোর্টের। বিচারপতি সিদ্ধার্থ মৃদুলের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিজেপি এবং কংগ্রেসের মোট ২৪ নেতার বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করেছে। আগামী ২২ মার্চের মধ্যে তাঁদের জবাব চাওয়া হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী শেখ মুজতবা এবং আইনজীবী ভয়েস দিল্লি সহিংসতার জন্য নেতাদের দায়ী করে পৃথক পিটিশন দাখিল করেছিলেন। শেখ মুজতবা বিজেপির চার নেতা কপিল মিশ্র, অনুরাগ ঠাকুর, পারভেশ ভার্মা এবং অভয় ভার্মার বক্তৃতাকে হিংসা ও উসকানি দেওয়ার জন্য দায়ী করেছিলেন। আইনজীবী উসকানি মূলক মন্তব্য করার র জন্য দায়ী ২০ নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের দাবি করেছে। এর মধ্যে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা বঢরা, মনীশ সিসোদিয়া, আমানতুল্লাহ খান, ওয়ারিস পাঠান, আকবরউদ্দিন ওয়াইসি, আইনজীবী মেহমুদ প্রাচা, হর্ষ মান্দার, মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল, অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর, উমর খালিদ, মাওলানা হাবিব উর রহমান, মোহাম্মদ দিলাওয়ার, মাওলানা। শ্রেয়া রাজা, মাওলানা হামুদ রাজা, মাওলানা তৌকীর, ফয়জুল হাসান, তৌকির রাজা খান এবং বিজি কোসলে পাতিল। শুনানিকালে আদালত বলেন, এসব নেতাকে পক্ষ করার আগে তাদের জবাব জানতে হবে। এরপর আদালত এসব নেতাকে নোটিশ দেন।

২০২০ সালে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দাঙ্গার আগে বেশ কিছু রাজনীতিবিদ ও বিশিষ্টদের বক্তৃতা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। তারই ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য একটি পিটিশনে তাঁদের উত্তরদাতা হিসেবে অভিযুক্ত করার আবেদন জানানো হয়। এদিন সেই আবেদনের ভিত্তিতেই নোটিশ দিল্লি হাইকোর্টের। এদিন আবেদনের শুনানিতে আদালত জানিয়েছে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের রিট পিটিশনে উত্তরদাতা হিসেবে রাখা উচিত কিনা তা স্পষ্ট করার অনুমতির জন্য তাঁদের নামে এই নোটিশ জারি হয়েছে।

কিয়েভে কারফিউ প্রত্যাহার, বিশেষ ট্রেনে ইউক্রেন ছাড়বে ভারতীয়রা

কিয়েভ, ২৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর রাজধানী কিয়েভে আটকে পড়া ভারতীয়দের উদ্ধারে ভারত সরকারের প্রচেষ্টা এখন ফল পাচ্ছে। ইউক্রেনের সরকার কিয়েভে কারফিউ তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেছে। কিয়েভে আটকে পড়া ভারতীয় ছাত্রদের এবং অন্যান্য ভারতীয়দের ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বিশেষ ট্রেনও চালানো হবে, যাতে তাদের নিরাপদে ভারতে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা যায়।

উক্রেনে রাশিয়ার হামলার পর সেখানে আটকে পড়া ১৮ হাজারের বেশি ভারতীয়কে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশের পথ বেছে নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া এবং রোমানিয়া হয়ে দিল্লিতে আনার জন্য একটি কৌশল তৈরি করা হয়েছে। এ জন্য ইউক্রেনের সঙ্গে এসব দেশের সীমান্তে বিশেষ ভারতীয় প্রতিনিধি মোতায়েন করা হয়েছে। এই কৌশলের বাস্তবায়ন শুরু হলেও বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে আটকা পড়ে। কিয়েভে রুশ বাহিনীর হামলার কারণে সেখানে কারফিউ জারি করা হয়। এ কারণে মানুষ কিয়েভ থেকে বের হতে পারছে না। কিয়েভে ভারতীয় দূতাবাস একটি টুইট বার্তায় জানিয়েছে যে, ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে সপ্তাহান্তে কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে। টুইটে, সমস্ত ছাত্রদের রেলস্টেশনে পৌঁছানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে যেতে পারে। টুইটে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ইউক্রেন রেলওয়ে বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।